৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১৬ ফাল্গুন – ২২ ফাল্গুন, ১৪৩১ ঃ ১ মার্চ – ৭ মার্চ, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 18, 1 March - 7 March, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে

চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, নোয়াখালী সহ সর্বত্র বাংলা ভাষা শহীদ মিনার আক্রান্ত হল বাংলাদেশে। বোঝা গেল বাংলা ভাষার জন্য লড়াইটাকেই মুছে দিতে চায় ইউনুস।

রবিবার : ভারতীয় বংশদ্ভুত ব্রিটিশ লেখক দি স্যাটানিক ভার্সেসের

প্রনেতা বুকার জয়ী সলমন রুশদি ২০২২ সালে আমেরিকার এক অনুষ্ঠানে প্রাণঘাতী আক্রমণের শিকার হন। নষ্ট হয়ে যায় চোখ, অকেজো হয়ে যায় হাত। এই আক্রমণে দোষী সাব্যস্ত হল ২৭ বছরের হাদি মাটার।

সোমবার : ফের ব্যর্থ হল ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি নিশ্চয়তা নিয়ে

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কৃষক সংগঠনগুলির বৈঠক। ১৯ মার্চ পরবর্তী বৈঠক হবে চন্ডিগড়ে। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী বলেন দাবিগুলি মন দিয়ে শোনা হয়েছে। খোলা বাজারে ফসলের মূল্য জানাবেন কৃষকরা।

মঙ্গলবার : অঙ্কে ফেল করলে বন্ধ হয়ে যাবে স্কলারশিপ। তাই অঙ্কে

পাশ করিয়ে দেওয়ার দাবিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্যকে ঘেরাও করে রাখলো ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্ররা। উপাচার্য বললেন, ছাত্র আন্দোলনের এতটা অবক্ষয় অভাবনীয়।

বুধবার : বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতটা খারাপ

তা জানিয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি দিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার–উজ–জামান। তিনি বলেন, এর ফলে স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে। সতর্ক করেন কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার।

বৃহস্পতিবার : শিবরাত্রির মহাস্নানের সঙ্গে এবারের মত সাঙ্গ হল

প্রয়াগের মহা পূর্ণ কুম্ভ মেলা। সরকারি হিসাব অনুযায়ী গঙ্গা–যমুনা–সরস্বতী সঙ্গমে ডুব দিলেন প্রায় ৬৬ কোটি ২১ লক্ষ পুণ্যার্থী। বিক্ষিপ্ত কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটলেও মোটের উপর শান্তিতেই শেষ হল মেলা।

শুক্রবার : কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পাশ হল সংশোধিত ওয়াকফ বিল।

গৃহীত হয়েছে জেপিসি বৈঠকে আলোচিত ১৪টি সংশোধনী। সংসদে পেশ হবে মার্চ মাসে দ্বিতীয় দফার বাজেট অধিবেশন। বিরোধীদের অভিযোগ তাদের কোনো সংশোধনী গৃহীত হয়নি।।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বঙ্গের ভোটার তালিকা আজ কাঠগড়ায়, কেন?

ওঙ্কার মিত্র

জনগণতন্ত্রে নির্বাচন অবশ্যম্ভাবি। আর নির্বাচনের অপরিহার্য অঙ্গ হল ভোটার তালিকা। বলা হয়, যে বিধানসভার ভোটার তালিকা যত স্বচ্ছ সেখানকার নির্বাচন তত সুষ্ঠতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য নির্বাচনে ভোটার তালিকা চিরকালই বিরোধীদের অভিযোগে বিদ্ধ। কারণ ভোটার তালিকা তৈরি করে সরকারি কর্মীরা। আর তারা শাসক দলের তল্পিবাহক বলে চিহ্নিত বিরোধীদের কাছে।

২০২৩ সালের ১৫ জুলাই 'গণতন্ত্রের অশ্রুপাত' শীর্ষক এক ধারাবাহিকের প্রথম কিস্তিতে জনগণতন্ত্রের প্রথম সোপান ভোটার তালিকা নিয়ে এক প্রতিবেদন আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত হয়, যার শিরোনাম ছিল 'গণতন্ত্রের প্রথম সিঁড়িটাই বড় পিচ্ছিল, হড়কে যাবার সম্ভাবনা প্রবল'। দুবছর পর সেই ভোটার তালিকা নিয়েই বাংলায় শুরু হয়েছে শোরগোল। রাজ্যের মুখ্যসচিব ও মুখ্য ইর্বাচন আধিকারিকের দপ্তর জেলার বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে ভোটার তালিকা পর্যালোচনায় বসেছেন। নির্বচন কমিশনও বাংলার ভোটার তালিকা নিয়ে নানা নির্দেশ দিচ্ছে।

তবে এবার ছবিটা কিছুটা উল্টো। এবার শাসক দল নিজেরাই নিজেদের বসানো অধিকারিকদের তৈরি ভোটার তালিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। বলছে ভিন রাজ্যের ভুয়ো নাম নাকি ঢুকেছে ভোটার তালিকায়। কিন্তু যারা ঢোকালো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

গণতন্ত্রের প্রথম সিঁড়িটাই বড় পিচ্ছিল, হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল

গণতন্ত্রের অশ্রুপাত/১

শক্তি ধর

হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল

আরএসএস কি পারবে বাংলায় পদ্ম ফোটাতে?

প্রিয় মিত্র

২০২৫ সালে আরএসএস অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শততম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান চলছে। কিছুদিন আগেই সংঘপ্রধান মোহন ভাগবতে বাংলায় ১০দিন থেকে হিন্দু ঐক্যকে মজবুত করার ডাক দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় মিটিং করেছেন। এমনকী হাইকোর্টের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত বর্ধমানে প্রকাশ্য সভাও করেছেন। যেখানে মোহন ভাগবতে হিন্দু ঐক্যের উপরে গুরুত্ব দিতে বলেছেন বাংলার হিন্দুদের। অনেকেই বলেন আরএসএস হচ্ছে বিজেপির মেন্টর। জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচতে পারে না, তেমনি আরএসএস ছাড়া বিজেপি চলতে পারে না এটা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে অনেকেই আছেন যারা আরএসএসের স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারক ছিলেন। তবে গত ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে আরএসএসকে আমরা সেভাবে ভোটে মাথা ঘামাতে দেখিনি। কোথাও একটা বিজেপির সঙ্গে আরএসএসের দূরত্ব চোখে পড়ছিল। আসলে আরএসএস বোধহয় একটা বার্তা দিতে চেয়েছিল সংঘ ছাড়া বিজেপি কতটা সাফল্য পেতে পারে তা দেখার জন্য। প্রসঙ্গত গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় এলেও সেভাবে

কিন্তু পূর্বের সাফল্য ধরে রাখতে পারেনি। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের যে ফলাফল হয়েছিল তাতে অনেকেই হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিধানসভা নির্বাচনে দেখা গেল হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লিতে পূর্বের দূরত্ব ঘুচিয়ে আরএসএস আর বিজেপি যখন পরস্পর হাত ধরাধরি করে নির্বাচনী বৈতরণী পার করার চ্যালেঞ্জ নিল, তখন অভূতপূর্ব ফলাফল লক্ষ্য করা গেল। বিশেষ করে ২৭ বছর পর দিল্লিতে বিজেপির সরকার গঠন হওয়ায় সকলেই অবাক। আরএসএস তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকের স্বপ্ন অঙ্গ–বঙ্গ–কলিঙ্গ জয়। যার মধ্যে অঙ্গ এবং কলিঙ্গ দুটোই জয় হয়ে গেছে। বাকি আছে বঙ্গ বিজয়। আর এক বছর পরই ২০২৬ সালে বাংলার বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। সেই নির্বাচনকে পাখির চোখ করে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতে বাংলায় তার তৎপরতা শুরু করে দিলেন। এখন প্রশ্ন আরএসএস বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ আদৌ কি বাংলায় পদ্মফুল ফোটাতে সক্ষম হবে? বাংলায় আরএসএস–এর কতটা প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, দেখে নেওয়া যাক তার পরিসংখ্যান। ১৯১১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলায় আরএসএসের শাখা ছিল ৭৩০টি। বর্তমানে সেই শাখার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫০০টি। ২০২৬ সালে সেই শাখার সংখ্যা আরো ৭০০ বাড়াবার টার্গেট দিয়েছেন মোহন ভাগবতে। এমনকী ২০২১ সালে যা কর্মী সংখ্যা ছিল আরএসএসে তা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

আয়ুষ্মান ভারতে একরোখা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্য সরকার কি ভাবছে তা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। আপনি চাইলে নিজের উদ্যোগেই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে নথিভুক্ত হতে পারেন। এখানে কোনও বাধার সম্মুখীন হতে হবে না আপনাকে। এমন আশার কথাই শোনালেন পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি'র প্রাক্তন চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার শ্রীনিবাস ভুসারাপু।

"আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প, যা সারা দেশে মোদী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা নামেও পরিচিত। এটি একটি জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প। ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো, দেশের দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপনকারী ৫০ কোটিরও বেশি মানুষকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান করা। এটি ভারতের বৃহত্তম স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প হিসেবে এখনও পর্যন্ত বিবেচিত হয়েছে। এই প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে, ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বছরে স্বাস্থ্য সেবা, যেটি একটি পরিবারের জন্য প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় সকল সরকারি ও সমস্ত প্রাইভেট হাসপাতালগুলোর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। সবচেয়ে আকর্ষনীয় বিষয় হলো, এই প্রকল্পটির আওতায় অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগণের জন্য এই স্বাস্থ্য পরিষেবাটি সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ীও। এই প্রকল্পটি আদতে বিশেষভাবে গরীব ও প্রান্তিক জনগণের জন্য ভীষণ উপকারী, অন্তত যাঁরা সাধারণত স্বাস্থ্যসেবা খরচ বহন করতে সক্ষম নন, তাঁদের জন্য এটি খুব উপকারী প্রকল্প।

এদিকে রাজ্য সরকার রাজ্যবাসীর জন্য একটি পৃথক স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প চালু করেছে। যার নাম স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প। একইসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ ঘোষণা, পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে চালু রয়েছে। এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় স্বাস্থ্য বীমা যা রাজ্যবাসী স্বেচ্ছায় আপন করে নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের প্রয়োজন নেই এই রাজ্যে।'

মুখ্যমন্ত্রীর এমন ঘোষণাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে এই বাংলা জুড়ে বিতর্কের আবহ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দাবি, শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে রাজ্য সরকার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করছে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে এই স্বাস্থ্য বীমা সংক্রান্ত ট্যাগ অফ ওয়ারে পরিস্থিতি এতোটাই জটিল হয়ে উঠছে যে এই রাজ্যের বেশিরভাগই বাসিন্দারা কার্যত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন। ধন্দেও পড়েছেন অনেকে এই ভেবে যে কি করবেন তাঁরা এমন জটিল বিতর্কিত পরিবেশে।

এরপর পাঁচের পাতায়

জলাতঙ্ক ভ্যাকসিনের অভাবে

জেলা জুড়ে রোগীরা বিপাকে

কল্যাণ রায়চৌধুরি

উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন গ্রামীণ হাসপাতাল সহ অধিকাংশ হাসপাতালে বেশ কিছুদিন ধরে জলাতঙ্ক রোগের ভ্যাকসিনের অমিল দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এইসব হাসপাতালে কুকুর, বিড়ালে কামড়ানো বা আঁচড়ানো রোগীরা অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন নিতে এলে তাদের ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে বলে জানালেন বিভিন্ন রোগীর পরিবার–পরিজনেরা। বিশেষ করে গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে মহকুমা বা জেলা হাসপাতালে যাবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন নিতে আসা রোগীরা বাজার থেকে অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন কিনে এনে হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্সদের মাধ্যমে ভ্যাকসিনটি পুশ করে নিচ্ছেন বলেও আভিযোগ।

রোগীদের অভিযোগ, বাজার থেকে কিনে আনা এই ভ্যাকসিন পুশ করার অনুমতি নেওয়ার জন্য ছুটতে হচ্ছে কর্তব্যরত সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের কাছে। আবার সেখানেও বিপত্তি। আউটডোরে ডাক্তার দেখাতে আসা রোগীদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে চিকিৎসকদের কাছ থেকে এই অনুমতি পত্র নিতে হচ্ছে তাদের। এই ভ্যাকসিন দেবার নিয়ম কামড়ানো বা আঁচড়ানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে নিয়মরক্ষা করে রোগীদের হাসপাতালের জরুরী বিভাগে পৌঁছে এই র‍্যাবিস ভ্যাকসিন নিতে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। এবিষয়কে কেন্দ্র করে রীতিমত দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন অসংখ্য রোগী। কারণ বাজারে ভ্যাকসিনটি মূল্য ৩৫০ টাকা। অনেকের পক্ষেই সেই টাকা জোগাড় করা সম্ভব নয়। ফলে অনেক দুঃস্থ গরীব রোগীকে সমস্যার শিকার হতে হচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

জরাজীর্ণ সেতু, প্রাণ হাতে নিত্য যাতায়াত

অরিজিৎ মণ্ডল

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপি বিধানসভার গোপালনগর এলাকায় কাঠের সেতুর ভেঙে পড়েছে পাঠাতন আর সেই ভগ্ন পাঠাতনের উপর দিয়েই কোনক্রমে প্রাণ হাতে করে নিয়ে যাতায়াত করছে এলাকার মানুষ। একবার কোনক্রমে ব্যালেন্স হারালেই এক্কেবারে সোজা খালে। এর আগেও নাকি একাধিকবার অনেক মানুষ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। কাঠের সেতুর একদিকে রয়েছে কুলপি গ্রাম পঞ্চায়েত অন্যদিকে রয়েছে কামারচক গ্রাম পঞ্চায়েত আর দুই পঞ্চায়েতের মাঝের এই সংযোগকারী সেতুই এখন ভগ্নদশা। মূলত এই কাঠের পোলের উপর দিয়েই দুটি পঞ্চায়েতের মশামারী, গোপালনগর, মল্লিকপাড়া, মণ্ডলপাড়া ঘোষপাড়া সহ ৫ থেকে ৬ টি গ্রামের মানুষ যাতায়াত

করে। এই বেহাল কাঠের ফলের কারণে গাড়ি চলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে পড়েছে ফলে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে কয়েক হাজার মানুষ। এইভাবেই প্রাণ হাতে করে নিয়ে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ যাতায়াত করে। অন্যদিকে কোন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে ৫ থেকে ৬ কিলোমিটার ঘুরে তাকে চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছাতে হচ্ছে। একাধিক বার স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে দিদিকে বল ইডিকেশন প্রত্যেকটি দপ্তরকে জানিয়েছে কিন্তু তারপরেও কাজ হয়নি ভোটের সময় আসলে প্রতিশ্রুতি মেলে আর কোন রকমে মেরামত হয়। কিছুদিন না যেতে যেতে আবারো যারা জীর্ণ হয়ে পড়ে এই কাঠের সেতু। তবে বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন বিধায়ক তিনি জানান সেতুটি সত্যিই বেহাল দশা যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে, বিষয়টি নিয়ে ইডিকেশন কে বারে বারে জানানো হয়েছে কিন্তু এখনো কেন পদক্ষেপ নিচ্ছে না জানি না। অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে শাসক দলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধী দলের নেতৃত্বরা। তবে ২ পঞ্চায়েতের টানাপোড়নের মধ্যে পড়েই এখন ভোগান্তির শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

ধান কেনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গঙ্গাসাগরে ২৭ ফেব্রুয়ারি চেমাগুড়ি বাজারে সরকারি বিক্রয় কেন্দ্রে ধান নিয়ে আসেন কৃষকরা। কিন্তু বেশি ধান কিনতে অফিসার অস্বীকার করলে শুরু হয় ঝামেলা। অফিসার কুতুবউদ্দিন লস্কর জানান, 'পর্যাপ্ত পরিমাণে গাড়ি না থাকার কারণে অধিক পরিমাণে ধান নেওয়া হচ্ছিল না। উত্তেজনার খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে আসে গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশ। অবশেষে চাষীদের সমস্ত ধান বিক্রি করার ব্যবস্থার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে দেন কৃষকরা।

সুপারি ৫ লক্ষ টাকা, গ্রেপ্তার ৮ অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ ফেব্রুয়ারি রাতে উস্তির বাগাড়িয়া বাজারে শুট আউটে খুন হন বুদ্ধদেব হালদার। ঘটনার পর ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে তদন্তের জন্য একটি বিশেষ টিম তৈরি করে মূল অভিযুক্ত খোকন মণ্ডল সহ মোট ৮ জনকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি শুট আউটে ব্যবহৃত ৩টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৮ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করলো উস্তি থানার পুলিশ।

২৭ ফেব্রুয়ারি ডায়মন্ড হারবারে সাংবাদিক সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জোনাল মিতুন কুমার দে জানান, খুনের কারণ হিসাবে মাটি ব্যবসার ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দের জেরে খুনের ঘটনা বলে জানানো হয়। ঘটনার মূল অভিযুক্ত খোকন মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরেই বুদ্ধদেবকে এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্ল্যান করেছিল খোকন মণ্ডল ও তার ভাইরা ভাই দেবাশীষ দত্ত। খোকন মণ্ডলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ প্রশান্ত মণ্ডল ওরফে গোপী

প্রতিনিয়ত নজর রাখতে থাকে বুদ্ধদেবের গতিবিধির ওপর। দেবাশীষ ৫ লাখ টাকার সুপারি দেয় পেশায় অটোচালক জাহাঙ্গীর লস্কর ওরফে টোকনকে, জাহাঙ্গীর লস্কর তার সঙ্গী দেবাশীষ নস্কর ও সুফল নস্করকে সঙ্গে নিয়ে গোটা বিষয়টি পরিকল্পনা করে। এরপরই জাহাঙ্গীর লস্কর ঠিক প্ল্যান মাফিক বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়।' পুলিশের পক্ষ থেকে আরোও জানানো হয়, ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীরা গোপন ডেরায় থেকে স্বাভাবিক ফোন ব্যবহার করছিল না।

শৈবতীর্থ বড় কাছারিতে আজও কাছারি বসান 'ভূতনাথ'

কুনাল মালিক

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় তীর্থস্থান হল শৈবতীর্থ বাবা বড় কাছারি ধাম। ডায়মন্ডহারবার রোডের ঠাকুরপুকুর বাজার স্টপেজ থেকে ডানদিকে যে রাস্তা চলে গেছে বাখরাহাটের দিকে ওই পথেই যেতে হবে বড় কাছারি ধাম। বাখরাহাট হাই স্কুল স্টপেজের ডান দিকের ৩ কিলোমিটার রাস্তা গেলেই ঝিকুরবেড়িয়া গ্রামে অবস্থিত বাবা বড় কাছারি ধাম। দিনে দিনে এই তীর্থক্ষেত্রের নামটি গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। আগে মূলত শনিবার এবং মঙ্গলবার এখানে তীর্থযাত্রীরা আসতেন। এখন প্রতিদিনই হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এই তীর্থক্ষেত্রে আসছেন। সকলেই বলেন এই তীর্থক্ষেত্রে যেকোনো মানত করলে তা হাতেনাতে ফল পাওয়া যায়। সকলের বিশ্বাস এই তীর্থক্ষেত্রের যিনি আরাধ্য দেবতা ভূতনাথ অথবা শিব খুবই জাগ্রত। আসলে এই তীর্থক্ষেত্রে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষই মূল দেবতা। আমাদের জীবন বৃক্ষকেন্দ্রিক। বৃক্ষ আমাদের আদি ও মূলসঙ্গী। ভারতীয়দের প্রচলিত বিশ্বাস হিন্দুর ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা–বিষ্ণু ও শিব অশ্বত্থ বৃক্ষে অবস্থান করেন। তাই বিগ্রহহীন এই মন্দিরের উপাস্য দেবতা বৃক্ষ। বর্তমান মন্দির ও তার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কোন না কোন সেবকের অভীষ্ট সিদ্ধির ফল বলে জানবেন। তীর্থের নাম বড় কাছারি কেন? কাছারি অর্থ আদালত। এই আদালত সকল আদালতের শ্রেষ্ঠ, তাই বড়। আর নাম তাই বড় কাছারি। শ্মশানবাসী মহাকাল এই কাছারির বিচারক। তার বিচার সুক্ষ্ম। সকল ভক্ত এখানে তাই সুবিচার পান। এই বড় কাছারি ধামের অজানা ইতিহাস অনেকেই

শিবরাত্রিতে লক্ষ পুণ্যার্থীর ভিড়

জানে না। আসুন এবারে জানা যাক সেই অজানা ইতিহাস।

অবিভক্ত দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কলকাতার উপকণ্ঠে বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ঝিকুরবেড়িয়া গ্রাম। ঝিকুরবেড়িয়ার বর্তমানে যে স্থানে বাবা বড় কাছারি ধাম প্রাচীনকালে এখানে একটি শ্মশান ছিল। গ্রামবাসীরা এখানে শব দাহ করত। ঘন জঙ্গলে ঘেরাছিল এলাকাটি। বিচিত্র সব বন্যপ্রাণী এই জঙ্গলে বসবাস করত। স্থানটি বাওয়ালি–সুতানুটি–গোবিন্দপুরের জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের যৌথ তালুক বলে চিহ্নিত। বর্তমানে যেখানে বড় কাছারি ধাম গড়ে উঠেছে আগে এখানে মাটির ঢিপি ছিল। আগে কোন বিগ্রহ ছিল না এখানে। বর্তমানে একটি শিবলিঙ্গ এবং ত্রিশূল স্থাপিত হয়েছে। অনেকে আবার এই তীর্থ স্থান কে ভূতের কাছারিও বলে থাকেন। তবে এই অশ্বত্থ গাছের সৃষ্টি কি করে হল? তার ইতিহাস জানতে আমাদের ফিরে যেতে হবে আরো অতিতে। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে তখন বাংলায় নববী করেছেন আলীবর্দী খাঁ। ভাস্কর পন্ডিতের নেতৃত্বে সারা বাংলা জুড়ে তখন বর্গি হানা চলছে। পিছিয়ে পড়া চাষিরা তখন এই ঝিকুরবেড়িয়া এলাকায় জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। বন কেটে অনেকে বসতিও স্থাপন করেন। শোনা যায় একদল বর্গী এখানে বাঘের কবলে মৃত্যুবরণ করে। শোনা যায় এক সাধু এই ঝিকুরবেড়িয়া বনাঞ্চল অতিক্রম করার সময় ঝিকুরবেড়িয়া শ্মশানটিতে একটি কুঁড়ো ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এবং বেশ কিছুদিন তিনি ওখানে বসবাস করেন। এই সাধু ছিলেন বাক্‌সিদ্ধ সুদর্শন এক পুরুষ। এই সাধু ছিলেন গ্রামবাসীদের প্রাণপুরুষ সকলেই তাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। গ্রামের সবাই বলতেন ওই সাধুই নাকি স্বয়ং ভূতনাথ।

এরপর পাঁচের পাতায়

এন.সি.সি পাশদের জন্য সেনাবাহিনীতে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি: ভারতীয় সেনাবাহিনী এন.সি.সি. পাশ করা প্রার্থীদের মধ্যে থেকে শর্ট সার্ভিস কমিশনে এন.সি.সি. স্পেশাল এন্ট্রি স্কিম-এ ৫৮তম কোর্সে ৭৬ জন অবিবাহিত ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে। থাকলে আবেদন করতে পারেন। ডিগ্রি কোর্সের তৃতীয় বর্ষের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য।তবে তাঁদের বেলায় প্রথম ২ বছরে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। সব ক্ষেত্রে এন.সি.সি.র সিনিয়র ডিভিশনে অন্তত ২ বছর থাকার পর সি সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অন্তত বি গ্রেড থাকা দরকার।

বয়স হতে হবে ১-৭-২০২৫এর হিসাবে ১৯ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম-তারিখ হতে হবে ২-৭-২০০০ থেকে ১-৭-২০০৬এর মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি আর মেয়েদের বেলায় ১৫২ সেমি। ছেলেদের বেলায় ওজন বয়সের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ আর মেয়েদের বেলায় ৪২ কেজি। দৃষ্টিশক্তি দরকার দূরের বেলায় ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/১৮ আর মায়োপিয়া -3.50-র কম। শুরুতে ৪১ সপ্তাহের ট্রেনিং হবে চেন্নাইয়ের অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে, আগামী বছর এপ্রিলে। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। ক্যাডেট ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাবেন মাসে ৫৬,১০০ টাকা। সফল হলে লেফটেন্যান্ট র্যাঙ্কে শর্ট সার্ভিস কমিশনে চাকরি। তখন ৬ মাস প্রবেশনে থাকতে হবে। মোট ১০ বছরের চাকরি। যা আরো ৪ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে। মূল মাইনে : ৫৬,১০০-১,৭৭,৫০০ টাকা। শূন্যপদ: ৭৬টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ৭০টি ও মহিলা ৬টি। যুদ্ধে আহত পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য যথারীতি সীট সংরক্ষিত।

দরখাস্ত দেখে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের গ্রুপ টেস্ট, ইন্টারভিউ ও সাইকোলজিক্যাল টেস্টের কল লেটার পাঠানো হবে। ৫ দিনের পরীক্ষা হবে এলাহবাদ, ভোপাল, বেঙ্গালউরু, কাপুরথালায়। সফল হলে ডাক্তারি পরীক্ষা।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৫ মার্চের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে www.joinindianarmy.nic.in প্রার্থী বাছাই পরীক্ষার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবেন: (১) এখনকার তোলা গেজেটেড অফিসারের প্রত্যয়িত করা ১ কপি পাশপোর্ট মাপের ফটো (দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে), (২) ডিগ্রি কোর্স পাশের মার্কশীটের প্রত্যয়িত নকল, (৩) এন.সি.সি.র সি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, (৪) মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

জেলা জাজেস কোর্টে ১৯ স্টেনো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জাজেস কোর্ট ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার, গ্রেড-।।। পদে ১৯ জন লোক নিচ্ছে। উচ্চমাধ্যমিক পাশরা ইংরিজি শর্টহ্যান্ড ও টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত যথাক্রমে ১০০টি ও ৩০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইংরিজি শর্টহ্যান্ড ও কম্পিউটার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১-১-২০২৫"এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে।

তপশিলীরা ৫ বছর আর প্রতিবন্ধীরা ৪২ বছর পর্যন্ত বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ৩২,১০০-৮২,৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৯টি (জেনা: ৬, জেনাঃ ই.সি. ৩, জেনাঃ মেধাবী খেলোয়াড় ১, তঃজাঃ ৩, তঃজাঃ ই.সি. -১, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. এ ক্যাটেগরি ২. ও.বি.সি.-বি ক্যাটেগরি ১)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 78-G, Dated Barasat, the 10th day of February, 2025. দরখাস্ত দেখে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের প্রথমে লিখিত পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।

৪০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে চিঠি লেখা, রিপোর্ট লেখা, কমপ্রিহেনশন, ট্রান্সলেশন ইত্যাদি। সময় থাকবে ৪৫ মিনিট। এরপর শর্টহ্যান্ড টেস্টে ডাকা হবে। মিনিটে ১০০টি শব্দ তোলার গতিতে ৫ মিনিটের টেস্ট হবে। এরপর ওই ম্যাটারটি ১০ মিনিটে ট্রান্সক্রাইব করতে হবে। এরপর মিনিটে ৩০টি শব্দ তোলার গতিতে কম্পিউটার টেস্ট হবে। সব শেষে হবে ২০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। কবে কোথায় পরীক্ষা হবে তা কল লেটার পাঠিয়ে জানানো হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২ মার্চের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.n24pgscourtrecruit.in অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো (১০০×১২০ পিক্সেলে), সিগনেচার (১৬০০৭০ পিক্সেলে), শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ পত্র, কম্পিউটার ট্রেনিং সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট ও মেধাবী খেলোয়াড় সার্টিফিকেট স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে রেজিস্ট্রেশন আই.ডি. ও পাশওয়ার্ড পাবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১,০০০ (তপশিলী, ই.ডব্লু.এস. হলে ৫০০) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিং বা, ইউ.পি.আই.-এ জমা দেবেন। এছাড়াও ই-ওয়ালেটে জমা দিতে পারবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতা আর্মি পাব্লিক স্কুল ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (অঙ্ক, সায়েন্স, সংস্কৃত, কম্পিউটার আই.টি.), প্রাইমারি টিচার, লাইব্রেরিয়ান ও ল্যাব অ্যাটেন্ড্যান্ট পদে ২২ জন লোক নিচ্ছে। কোন পদের জন্য কেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার তা ওয়েবসাইটে পাবেন। শূন্যপদ: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট (অঙ্ক) ১টি, ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (অঙ্ক) ১টি, ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (সংস্কৃত) ২টি, ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (কম্পিউটার আই.টি.) ১টি, প্রাইমারি টিচার (সব বিষয়) ১২টি, প্রাইমারি টিচার (আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট) ১টি, প্রাইমারি টিচার (স্পেশাল এডুকেটর) ১টি, লাইব্রেরিয়ান ২টি, কেমিস্ট্রি ল্যাব অ্যাটেন্ড্যান্ট ১টি।

প্রার্থী বাছাই হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। এই ওয়েবসাইটে: www.apskolkata.co.in পূরণ-করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন ২৫০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। Army Public School Kolkata"র অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট Kolkata. দরখাস্ত পাঠাবেন রেজিস্ট্রি ডাকে, স্পিড ডাকে বা, ক্যারিয়ারে ১০ মার্চের মধ্যে। এই ঠিকানায়: Army Public School Kolkata, বিন্নাগুড়ি আর্মি পাব্লিক স্কুল ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (অঙ্ক, সায়েন্স, হিন্দি), পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (সাইকোলজি, ফিজিক্যাল এডুকেশন, অঙ্ক), প্রাইমারি টিচার পদে কিছু লোক নিচ্ছে। কোন পদের জন্য কেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার তা ওয়েবসাইটে পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।" দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। এই ওয়েবসাই টে www.apsbinnaguri.org পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন ২৫০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। Army Public School Binnaguri"র অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট লিখবেন SBI Binnaguri Cantt. দরখাস্ত পাঠাবেন রেজিস্ট্রি ডাকে, স্পিড ডাকে বা, ক্যারিয়ারে ৩ মার্চের মধ্যে। এই ঠিকানায়: The Principal, APS Binnaguri, PO-Binnaguri Cantt., Dist-Jalpaiguri - 735 232. গ্যাংটক আর্মি পাব্লিক স্কুল প্রি প্রাইমারি টিচার, প্রাইমারি টিচার, স্পেশাল এডুকেটর, অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক, কাউন্সেলর, নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, কম্পিউটার ল্যাব টেকনিশিয়ান, সুপারভাইজর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ড্রাইভার, এম.টি.এস. (পিওন), আয়া, মালি, সাফাই কর্মচারী ইত্যাদি পদে কিছু লোক নিচ্ছে। দরখাস্তের ফর্ম পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.apsgangtok.com দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি। যোগাযোগের ঠিকানা: আর্মি পারিক স্কুল, নিউ ক্যান্ট গ্যাংটক, পোঃ দারাগাঁও, ট্যাডং, পূর্ব সিকিম-৭৩৭১০২।

অসম রাইফেলসে ২১৫ চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গুয়াহাটি: কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন অসম রাইফেলস রিলিজিয়াস টিচার, রেডিও মেকানিক, লাইনম্যান (এল.এম.এন) ফিল্ড, ইঞ্জিনিয়ার ইক্যুইপমেন্ট মেকানিক, ইলেক্ট্রিশিয়ান মেকানিক ভেহিক্যাল, রিকভারি ভেহিক্যাল মেকানিক, আপহোলস্টার, ভেহিক্যাল মেকানিক ফিটার, ড্রাফটসম্যান, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল, প্লাম্বার, অপারেশন থিয়েটার টেকনিশিয়ান, ফার্মাসিস্ট, এক্স-রে অ্যাসিস্ট্যান্ট, ভেটেরিনারি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট ও সাফাই পদে ২১৫ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: লাইনম্যান ফিল্ড :মাধ্যমিক পাশরা আইটিআই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ৮টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। রেডিও মেকানিক: মাধ্যমিক পাশরা রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, কম্পিউটার, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল বা, ডোমেস্টিক অ্যাপ্লায়েন্স বিষয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক বিষয় নিয়ে উচ চমাধ্যমিক পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ১৭টি (জেনাঃ ৭, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ২)।

ড্রাফটসম্যান : উচ্চমাধ্যমিক পাশরা পলিটেকনিক থেকে আর্কিটেকচারাল অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ ট্রেডের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ১০টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১)।

ইলেক্ট্রিশিয়ান (মেকানিক ভেহিক্যাল): মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে মোটর মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ১৭টি (জেনাঃ ৭, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ২)।

প্লাম্বার: মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে প্লাম্বার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ১৩টি (জেনাঃ ৫. তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ১)। ফার্মাসিস্ট: উচ চমাধ্যমিক পাশরা ফার্মাসির ডিগ্রি বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ৮টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১. তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। আপহোলস্টার : মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে আপহোলস্টার ট্রেডে ডিপ্লোমা বা, সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ৮টি (জেনাঃ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ইক্র.এস.১)। ভেহিক্যাল মেকানিক ফিটার: ইংরিজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ডিপ্লোমা বা, সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ২০টি (জেনাঃ ৮, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ২)।

এক্স-রে অ্যাসিস্ট্যান্ট: উচ চমাধ্যমিক পাশরা রেডিওলজির ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ১০টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১)।

অপারেশন থিয়েটার টেকনিশিয়ান: উচ্চ চমাধ্যমিক পাশরা অপারেশন থিয়েটারের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ)।

ভেটেরিনারি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট: মাধ্যমিক পাশরা ভেটেরিনারি সায়েন্সের ২ বছরের ডিপ্লোমা বা, সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আর ভেটেরিনারি ফিল্ডে ১ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ : ৭টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)।

ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল: ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল বা, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ১৭টি (জেনাঃ ৭, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ২)।

রিকভারি ভেহিক্যাল মেকানিক: মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে রিকভারি ভেহিক্যাল মেকানিক বা, রিকভারি ভেহিক্যাল অপারেটর ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

ইঞ্জিনিয়ার ইক্যুইপমেন্ট মেকানিক: মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ইঞ্জিনিয়ার ইক্যুইপমেন্ট মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ৪টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

সাফাই : মাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ৭০টি (জেনাঃ ২৮, তঃজাঃ ১১, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৯, ই.ডব্লু.এস. ৭)।

রিলিজিয়াস টিচার: যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা সংস্কৃতে মধ্যমা বা, হিন্দিতে ভূষণ সংক্রান্ত বিষয়ে পাশ করে থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ : ৩টি (জেনাঃ)।

ওপরের সব পদের বেলায় বয়স গুণতে হবে ১-১-২০২৫"র হিসাবে। ও.বি.সি. প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৭০ (উপজাতি হলে ১৬২.৫) সেমি, বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ৮০ - (উপজাতি হলে ৭৬) সেমি ও ফুলিয়ে ৮৫ (উপজাতি হলে ৮১) সেমি আর উচ চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন। মেয়েদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭- (উপজাতি হলে ১৫০) সেমি আর উচ চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ডাক্তারি পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ হবে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে: (১) ছেলেদের বেলায় ২৪ মিনিটে ৫ কি.মি. দৌড় আর মেয়েদের বেলায় সাড়ে ৮ মিনিটে ১.৬ কি.মি. দৌড়। সফল হলে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। এরপর হবে ট্রেড টেস্ট ও ডাক্তারি পরীক্ষা। ৭ দিন থাকা-খাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে যাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে না।

কবে কোথায় প্রার্থী বাছাইয়ের র‍্যালি হবে এপ্রিলের তৃতীয় বা, চতুর্থ সপ্তহে।

শরীর নিয়ে নানা কথা

গাছপালায় ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কি আছে গাছপালার! আমি বলব আলবাত আছে তবে অনেককেই বলতে শুনেছি আমার ডায়াবেটিস একদম ভালে হয়ে গেছে। সত্যি বলতে কি সুগার কমে না বড়জোর নিয়ন্ত্রিত থাকে। ডায়াবেটিস হল একটা প্রগ্রেসিভ ডিসওর্ডার। মানে পিছিয়ে আসার উপায় নেই তাহলে। তার ওপরে আবার ডাক্তারী পরিভাষায় ডায়াবেটিস আবার করোনারি আর্টারি ডিজিজ বা ক্যাডের সমান। বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই কিন্তু ভেতরে ভেতরে এক্কেবারে ফোপরা করে দেয় এই রোগ। চোখ, হার্ট, কিডনি আর নার্ভতন্ত্রকে কখন অকেজো করে দেয় তার বোঝার উপায় নেই একদম স্মথ ক্রিমিনাল।

আমাদের আশেপাশে ভেতো বাঙালিদের দেখবেন শরীরে কোথাও কোনও বেঢপ ব্যাপার নেই। কিন্তু একটা নোয়াপাতি ভুঁড়ি এটা নাকি টাইপ টু ডায়াবেটিস লক্ষণ! আর ডায়াবেটিসের পূর্বলক্ষণ! আমরা লক্ষণরেখা পেরোবার পর বুঝতে পারি। লক্ষণরেখার নাম ইমপেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স। আইজিটি এটা একটা মহামারীর মতো। এখন তো ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে ডায়াবেটিক ক্যাপিটাল হয়ে গিয়েছে।

একদম সরাসরি গাছপালার রাজ্যে ঢুকে পড়লে কেমন হয়! দেখি না ওদের কোনও ডায়বেটিক নিরোধক গাছপালা আদপেই আছে নাকি। তবে শুধু করলার রস আর দুচারটে নয়নতারা পাতা খেয়ে কেউ যদি ভাবে এটা অমনি অমনি ঠিক হয়ে যাবে সে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। শুধু করলার রস বা থোড়ের রস খেয়ে কমাতে গেলে তা স্যালাইনের মত কয়েক লিটার তো নিতেই হবে নির্ঘাত! অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের সাথে অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি হিসেবে মানে ঠেকা দেওয়া হিসেবে ভেষজ উদ্ভিদ আরও ভাল কাজ করে।

(চলবে)

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১ মার্চ – ৭ মার্চ, ২০২৫

মেষ রাশি : সপরিবারে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের কারণে আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে দুরে বদলির সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে বিলম্ব। ব্যবসায় সাফল্য। বিবাহের কথাবার্তা হতে পারে। ভ্রমণে সাফল্য। কর্মোন্নতিতে সাফল্যে বিলম্ব।

প্রতিকার : রবিবার সূর্য মন্ত্র পাঠ করুন।

বৃষ রাশি: কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের অসহযোগিতায় প্রতিকূল পরিস্থিতির দরুণ আর্থিক উন্নতিতে বিলম্ব। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ। ব্যবসায় বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। সাবধানে চলাফেরা করুন। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে সাংসারিক সমস্যার সমাধান। অর্জিত অর্থ সঞ্চয়ে বাধা।

প্রতিকার : প্রত্যহ ললিতা সহস্র নাম পাঠ।

মিথুন রাশি: ঋণ পরিশোধের সুযোগ আসতে পারে। পদোন্নতিতে বাধা। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে সম্পর্কের অবনতি। পারিবারিক বিবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : প্রত্যহ ৪১ বার ওঁ যেতবে নমঃ জপ করুন।

কর্কট রাশি: সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে আনন্দ। পারিবারিক আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। শত্রুর সঙ্গে সন্ধি। পারিবারিক সমস্যার সমাধান। সামাজিক কাজকর্মে সাফল্য। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। দাম্পত্য মনমালিন্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণে বিপত্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আশানুরুপ সাফল্য নাও হতে পারে।

প্রতিকার : সোমবার বৃদ্ধদের দই-ভাত দিন।

সিংহ রাশি: উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য। বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক সঞ্চয়ে বাধা। সন্তানের কর্মন্নোতিতে বাধা। ব্যবসায় আশানুরূপ সাফল্যে বিলম্ব। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতার দরুণ সাফল্যে বাধা। জমি ক্রয়ে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রত্যহ আদিত্য হৃদেয় স্তোত্রম পাঠ করুন।

কন্যা রাশি: অন্যমনস্কতার দরুণ কাজকর্মে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সামজিক বা রাজনৈতিক কাজে সাফল্যে প্রশংসা লাভের সম্ভাবনা। পারিবারিক ক্ষেত্রে সাফল্য। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে পরতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। মামলার ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গঁলবার কেতুর যজ্ঞ করুন।

তুলা রাশি: আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। কর্মোন্নতির সম্ভবনা। ব্যবসায় সাফল্য। কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অনীহা বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যহানীর সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু কতৃক বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২৪ বার ওঁ শ্রী লক্ষীভয় নমঃ জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি: কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দক্ষতা স্বত্বেও মান-সন্মান হানীর সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। ব্যবসায় আশানুরূপ সাফল্যে বাধা। বিবাহে বাধা। শত্রুর সঙ্গে সন্ধির সম্ভাবনা বৃদ্ধি। আইনজীবিদের সাফল্য। সম্পত্তি নিয়ে আইনি জটিলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তান মানসিক চিন্তার কারণ হতে পারে।

প্রতিকার : প্রত্যহ সৌন্দর্য লাহিড়ীর পাঠ করুন।

ধনু রাশি: ব্যবসায় প্রতিকূল পরিস্থতির সম্মুখীন হতে পারেন। দাম্পত্য সম্পর্কে অবনতি। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ভাই-বোনের আচরণে মানসিক অশান্তি। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের অবনতি। সন্তানের পরীক্ষার আশানুরূপ ফল নাও হতে পারে। তীর্থ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ গুরবে নমঃ জপ করুন।

মকর রাশি: স্বজন বিরোধ বৃদ্ধি। ভাই-বোনের আচরণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণ চিন্তার কারন হতে পারে। পারিবারিক ব্যবসা সাফল্য। কর্ম পরিবর্তনের সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মান-সন্মান হানির সম্ভাবনা। পারিবারিক পীড়া বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি।

প্রতিকার : শনিবার বিকলাঙ্গদের অন্নদান করুন।

কুম্ভরাশি: স্বজনের আচরণে মানসিক অশান্তি। অসংলগ্ন কথাবার্তার দরুণ অপমানিত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। কর্মোন্নতির সঙ্গে দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে সুফল লাভ হতে পারে। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই উচিত।

প্রতিকার : শনিবার ভিক্ষুখদের অন্নদান করুন।

মীনরাশি: অন্যমনস্কতার দরুণ কাজকর্মে বিপদ হতে পারে। সন্তানের সাফল্যে মানসিক শান্তি। বিবাহের কথাবার্তা হতে পারে। ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজনে হওয়ার সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সাথে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ রাহবে নমঃ জপ করুন।

শব্দবার্তা ৩৩৩

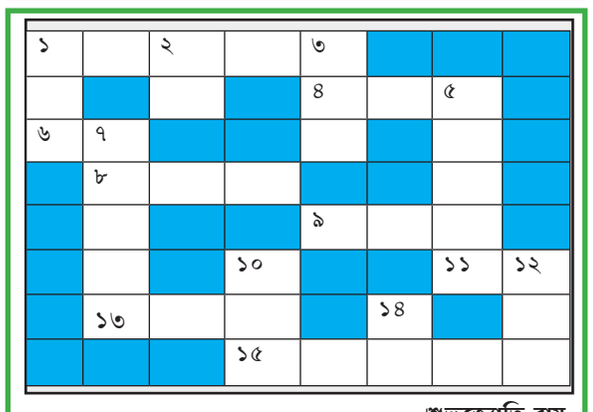

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। মনোযোগ দেওয়া ৪। স্বীকার ৬। হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি, লাফালাফি ৮। বিষ্ণু ৯। অজুহাত, ছল ১১। – মনে রেখো ১৩। সমন ১৫। জলস্রোতের উচ্চস্থান থেকে নীচে পতনস্থান বা পতন।

উপর-নীচ

১। পাখি বিশেষ ২। খাঁটি, প্রকৃত ৩। মাছের আঁশ ৫। হনুমান ৭। – চোর ১৩। সবজি, কাঁচা তরকারি ১২। নৌকো ১৪। দ্রুতভাবে, ছুড়ে ফেলা হয়েছে এমন।

সমাধান : ৩৩২

পাশাপাশি : ১। অভিবাসন ৪। গায়েন। ৫। পরলোক ৭। তরমুজ ১০। ফাটকা ১১। দারগ্রহণ ।

উপর-নীচ :

ক্রাইম ডেস্ক

কামালগাছি থেকে গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ ফেব্রুয়ারি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কামালগাছি বাইপাস এলাকায় একটি গাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয় প্রায় ৪০ কেজির মত গাঁজা। ঘটনায় গাড়িচালক সহ মোট ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গাড়ির মধ্যে আলাদা চেম্বার বানিয়ে তার ভেতর গাঁজা রাখা হয়েছিল। যাতে তল্লাশি চালালেও ধরা না যায়। তবে সামনের দিকে ড্রাইভারের সীটের পাশের সীটে পা রাখার জায়গার ঢাকনা খুলতেই বের হল প্যাকেট প্যাকেট গাঁজা। এই গাঁজা বালেশ্বর থেকে মথুরাপুর নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ৩টি ফোন ও নগদ ১১ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস কেসে মামলা রুজু করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

এক রাতে তিনটি স্কুলে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের রামগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের, দেবী চক জুনিয়র হাইস্কুল, দেবির চক অ:প্রা: বিদ্যালয় ও যোগীন্দ্রপুর অ: প্রা: বিদ্যালয়ে একই রাতে ৩টি স্কুলের ঘণ্টা সহ বিভিন্ন সামগ্রী, সঙ্গে বেশ কিছু টাকাও চুরি হয়েছে। চোর ধরা যুবকের বক্তব্য, আমি রাত্রি যখন নাটকের মহড়া থেকে বাড়ি ফিরছিল হঠাৎ করে স্কুলের মধ্যে লাইট জ্বলতে দেখে তার সন্দেহ হয়। সেখানে গিয়ে দেখে স্কুলে চুরি হচ্ছে। চোর বুঝতে পেরে দৌড় মারে, চোরের হাতে রয়েছে লোহার শাবল। চোর তার দিকে ফিরে এলেও যে চিৎকার শুরু করে। চোর তখন মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়াতে তাকে আর চোরের পেছনে সাহসী যুবক শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে। তারপরে বেরিয়ে আসে তোর একটি নয় দুটি নয়, তিনটি স্কুল চুরি করেছে। তবে ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে পড়ায় পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছে শিক্ষকরা।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রণক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত শান্তিনিকেতন থানার মোমিনপাড়া গ্রাম। বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের অনুগামী এবং কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ঘনিষ্ঠ শ্যামাপ্রসাদ ওরফে বাবু দাসের অনুগামীদের সংঘর্ষে রণক্ষেত্র হয়ে উঠে এলাকা। ইট বৃষ্টি, ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে। শান্তিনিকেতন থানার ওসি কৌস্তুরী মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে যান। ২ পক্ষের ১২জন মহিলা গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংঘর্ষে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার আহত হয়।

আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : গোপন সূত্রে পেয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে গোসাবা থানার পুলিশ বিশাল বাহিনী নিয়ে পাঠানখালি এলাকায় অভিযান চালায়। আগ্নেয়াস্ত্র ও দু রাউন্ড কার্তুজ সহ আকবর মোল্লা নামে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়। কি কারণে নিজের কাছে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রেখেছিল, কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিল এবং আর কে বা কারা যুক্ত রয়েছে সে সম্পর্কে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়।

দত্তপুকুরকাণ্ডে গ্রেপ্তার জলিল-সুফিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার দত্তপুকুর থানার ছোট জাহুলিয়ার মালিয়াপুকুর বাজিরপুরের হজরত খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সহ জলিল গাজী ও তার স্ত্রী সুফিয়াকেও গ্রেপ্তার করেছে দত্তপুকুর থানার পুলিশ। খুনের ১৬দিন পর খুনে ব্যবহৃত দা, হাতুড়ি উদ্ধার করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া বলেন, 'হজরত, জলিল একই সঙ্গে চুরি-ডাকাতি করত। চুরির ৪০০ গ্রাম সোনা সহ নগদ টাকা সবটাই ছিল হজরতের কাছে। পুলিশের সোর্স হিসেবেও হজরত কাজ করত। এসব নিয়ে জলিলের আক্রোশ ছিল হজরতের উপর। এর জেরেই জলিল, সুফিয়া মিলে হজরতকে খুনের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে।'

হাসপাতালে নার্সের আইবুড়ো ভাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : কর্মরত নার্সকে হাসপাতালে খাওয়ানো হল আইবুড়ো ভাত যা ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেল মেডিসিন বিভাগে কর্মরত নার্স রিম্পা মণ্ডলকে ২৪ ফেব্রুয়ারি আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোর আয়োজন করা হয় হাসপাতালের মেল মেডিসিন বিভাগে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার ঈশ্বর চ্যাটার্জি বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন।

রায়দীঘিতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরে মথুরাপুর থেকে একটি অটো প্যাসেঞ্জার নিয়ে রায়দিঘির দিকে যাবার পথে কাটানদিঘিতে কাছে রায়দিঘির দিক থেকে আসা আরেকটা অটোর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আহত হয় বেশ কয়েকজন। তাদেরকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়, সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মথরাপুর থানার ওসি। দুটি অটো থানাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মথুরাপুর থানার পুলিশ।

গাছের নাম আজও অজানা খুঁজে পাওয়া যায়নি কাণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : অতীতে এক সময় সুন্দরবনের এই এলাকা ম্যানগ্রোভে ঢাকা ছিল। সেই সময় জঙ্গল কাটাই করে কিছু মানুষ বসবাস শুরু করেছিলেন। তাঁদের গৃহপালিত পশু প্রায় সময় হারিয়ে যেত। এই পশুগুলিকে খুঁজে পাওয়া যেত একটি গাছের তলায়। সেই গাছের নাম আজও পর্যন্ত সবার অজানা। এমনকী এই গাছের কাণ্ড কোনটি, তা আজও জানা যায়নি। শিব চতুর্দশীর দিন এই গাছে ফোটে তিন রকম রঙের ফুল। শিব চতুর্দশীর দিন কয়েক হাজার ভক্ত পুজো দেন। ভিন জেলা থেকেও ভক্তরা পুজো দিতে আসেন। প্রায় ২০ বছর আগে স্থায়ী মন্দির তৈরি করা হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের বিশ্বাস এই মন্দির খুবই জাগ্রত।

খোলা আকাশের নীচে চলছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ১৯৯৩ সাল থেকেই খোলা আকাশের নীচে চলছে ক্যানিংয়ের ইটখোলা পঞ্চায়েতের রেদোখালি গ্রামের ১৫১ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। কখনও কারোও বাড়ির বারান্দা, কখনও গাছতলায় আবার কখনও স্থানীয় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বারান্দায়। রোদ, ঝড়, বৃষ্টিপাত উপেক্ষা করে দীর্ঘদিন এভাবেই চলছে এই অঙ্গনোয়াড়ি কেন্দ্রটি। অভিযোগ বিগতদিনে বামফ্রন্ট সরকার শিশু সুরক্ষা কিংবা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য কোন কিছুই ভাবেনি। ফলে রেদোখালি ১৫১ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নয়, এমন শয়ে শয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র অসুরক্ষিত ভাবেই চলছে। এলাকার মানুষের দাবী, দীর্ঘ ৩২ বছর অতিক্রান্ত হলেও নিজস্ব ঘর না থাকায় চরম সমস্যায় পড়তে হয়ে কচিকাঁচা ও প্রসূতি মায়েদেরকে। এমনকী শিশুদের খাবারও সুরক্ষিত নয়।

ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ মৃধা জানিয়েছেন, 'রাজ্যে নারী কিংবা শিশুদের কোন সুরক্ষা নেই। ফলে খোলা আকাশের নীচে

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চলাটা স্বাভাবিক। রাজ্যে ৬০০ মাদ্রাসার অনুমোদন হতে পারে। সেক্ষেত্রে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলা আকাশের নীচে চললে কিছুই যাবেও না, কিছুই আসবেও না। এক কথায় বর্তমান সরকার নারী ও শিশুদের সুরক্ষার কথা না ভেবে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিচ্ছে ভবিষ্যত প্রজন্মকে। এটা লজ্জাজনক।'

অন্যদিকে, এবিষয়ে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস জানিয়েছেন, '১৫১ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি স্থানীয় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যেই চলে। খোলা আকাশের নীচে নয়। তাছাড়া, আমরা ১২ থেকে ১৪ লাখ টাকা খরচ করে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরি করে দিয়েছি বিভিন্ন এলাকায়। ১৫১ নম্বরের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। কারণ, নিজস্ব কোন জায়গা নেই, আশেপাশে সরকারি কিংবা খাস জায়গা নেই। যদি কেউ স্বেচ্ছায় জমিদান করেন আমি সেখানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘর তৈরি করে দেব। এমনকী যেদিন জমি পাওয়া যাবে সেইদিনেই ঘর তৈরির কাজ শুরু হবে। তাছাড়া বর্তমানে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫১ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি ভালোই চলছে।'

রাইস বয়েল মেশিন বিস্ফোরণে ঝলসে জখম ৫জন

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং: ২৬ জানুয়ারি সকালে ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের ট্যাংরাখালি উত্তর অঙ্গদবেড়িয়া গ্রামে ধান সিদ্ধ করার রাইস বয়েল মেশিন বিস্ফোরণ ঘটে গরম জলে ঝলসে গুরুতর জখম হলেন একই পরিবারের ৫ জন। স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চারজনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হলে তাদেরকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ভরত কয়াল ও তাঁর স্ত্রী পার্বতী কয়াল, ছেলে পলাশ কয়াল ও মেয়ে প্রিয়াশা কয়াল।

অন্যদিকে, প্রদীপ্তা কয়াল নামে অপর একজন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের বার্ণ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ৫ জনের মধ্যে প্রিয়াশার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর অঙ্গদবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা ভরত কয়াল। তিনি ধান কিনে সিদ্ধ করে চাল বিক্রি করতেন। বিগত প্রায় ৩ বছরের অধিক এই ব্যবসার সাথে যুক্ত। ধান সিদ্ধ করার জন্য তিনি একটি আধুনিক বাষ্পীয় রাইস বয়েল মেশিন কিনেছিলেন। মেশিনে ৩০ বস্তা ধান সিদ্ধ হয়

এক সাথে। বুধবার সকালে ধান সিদ্ধ করার কাজ করছিলেন। সেই সময় আচমকা রাইস বয়েল মেশিনে অতিরিক্ত বাষ্প জমে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্র আওয়াজে স্থানীয় মানুষজন ভয়ে আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। বিস্ফোরণে তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, বিস্ফোরণে পাকা বাড়ি ভেঙে পড়ে। ভাঙা বাড়ির ইট উড়ে গিয়ে বৃষ্টির মতো ঝড়ে পড়ে এলাকায়। সেই ইটের আঘাতে পাড়ার দুটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঘরের এ্যাসবেটস উড়ে যায়। এমনকী গরম জলের চারটি ড্রাম ঘটনাস্থল থেকে উড়ে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে গিয়ে পড়ে। যদিও ঘটনায় প্রতিবেশীরা কেউ আক্রান্ত হয়নি। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজীর হয় ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি ঠিক কীভাবে এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটলো সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

কেওয়াইসির ফাঁদ

৮১ হাজার টাকা খোয়ালেন ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর: ২২ ফেব্রুয়ারি গ্যাস সংস্থার নামে ফোন করে কেওয়াইসি আপডেটের অছিলায় এক কেবল ব্যবসায়ীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও ৮১ হাজার ৯৭ টাকা। ব্যবসায়ীর নাম সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস, যিনি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার ঠেঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা। ইতিমধ্যেই তিনি দক্ষিণ দিনাজপুর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানান। জানা গেছে, এদিন সকালে এক ব্যক্তি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর এজেন্সির কর্মী পরিচয় দিয়ে তাকে ফোন করে। বলা হয়, বহুদিন ধরে তার গ্যাসের সাবসিডির টাকা ঢুকছে না, তাই কেওয়াইসি আপডেট করতে হবে। প্রতারকরা কিছু নথি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। সঞ্জয়বাবু নির্দিষ্ট নথিগুলি পাঠানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার দুটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ৮১ হাজার টাকা উধাও করে দেয় প্রতারকরা। চিকিৎসার জন্য জমানো টাকা খোয়া যাওয়ায় তিনি অসহায় হয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

শিয়ালদহ অবহেলিত কেন?

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

শিয়ালদহ স্টেশন। দৈনিক প্রায় তিন-চারশো গাড়ী যাতায়াত করে। লক্ষ, লক্ষ মানুষকে রুজিরোজগারের সন্ধানে ও নানা কাজে এই ষ্টেশন দিয়ে রোজ যাতায়াত করতে হয়। প্লাটফরমগুলি নরককুণ্ড। ভবঘুরে ও ভিখারীদের আস্তানা। চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্য। গেটে গেটে ফেরীওয়ালা দের ভিড়। ষ্টেশন সীমানার ভিতর ঘোড়ারগাড়ী ও ময়লার স্তুপ। তারপর চলে সাঁঝের আঁধারে আদিম ব্যবসার ফলাও কারবার। যাত্রী সাধারণের অবর্ণনীয় দুর্গতির অবসান কল্পে কোন পরিকল্পনা এ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি।

পক্ষান্তরে সুয়োরাণী হাওড়। ষ্টেশনের উন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থব্যয় করা হচ্ছে। প্রতিটি প্লাটফরম নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। যাত্রীদের সুবিধার জন্য সাবওয়ে তৈরি হয়েছে। ফ্লাইওভারের কাজ চলছে। এক কথায় হাওড়া ষ্টেশনের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সব রকম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু রেলকর্তৃপক্ষ ও উন্নয়ন দপ্তর শিয়ালদহের ব্যাপারে এত উদাসীন কেন?

৯ম বর্ষ, ১ মার্চ ১৯৭৫, শনিবার, ১৪ সংখ্যা

জয়নগরে ১দিনের মোটর লাইসেন্সের মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : ২৫ ফেব্রুয়ারি বারুইপুর মোটর ভিকেলসের উদ্যোগে বারুইপুর পুলিশ জেলার ৭টি সাব ট্রাফিক থানার সহায়তায় জয়নগর থানায় হল ১দিনের মোটর লাইসেন্স মেলা। ছিলেন ডিএসপি ট্রাফিক গৌতম চক্রবর্তী, টি আই প্রদীপ পাল, টি আই রেফাজুল মণ্ডল, টিআই সুজয় ঘোষ, জয়নগর থানার আইসি পার্থসারথি পাল, জয়নগর সাব ট্রাফিক ওসি রবীন্দ্রনাথ সরদার সহ আরো অনেকে। এদিন মূলত ক্যানিং, বাসন্তী, নরেন্দ্রপুর, সোনারপুর, বারুইপুর কাছাড়ি বাজার, বারুইপুর পুরাতন বাজার ও জয়নগর এই ৭টি সাব ট্রাফিকের অধীন সিভিক ভলেন্টিয়ার ও থানার সিভিকদের দু চাকা ও চার চাকার লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা হয়। তবে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়েও লাইসেন্স না পাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বহু সিভিক ভলেন্টিয়ার। এমনকী জয়নগর থানার বহু সিভিক ভলেন্টিয়ার জানেন না এদিন এই লাইসেন্সের মেলা হচ্ছে এখানে। কেন এই মেলাটা চুপি চুপি করা হল উঠছে প্রশ্ন। কীভাবে আগে ভাগে নাম সিলেক্ট করা হল তাও বোঝা গেল না।

মজুত বোমা ফেটে আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : মজুত রাখা বোমা ফেটে উড়লো ১ ব্যক্তির বাঁ হাতের কবজির অংশ। জখমের নাম রঙ্গলাল মাল বাড়ি মাড়গ্রাম থানার বামদেবপুর গ্রামে। মাটির দোতলার কোঠাবাড়ির উপরের অংশে ঘুঁটে মজুত রাখা ছিল। মঙ্গলবার দুপুরে সেখানে পরিষ্কার করার সময় ১টি বোমায় কোনোভাবে আঘাত লেগে সেটি ফেটে যায়। বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে এলাকা। দোতলার ওই অংশে রক্তাক্ত ওই ব্যক্তিকে ছটফট করতে দেখা যায়। বিস্ফোরণে বাঁ হাতের কবজির অংশ উড়ে যায়। উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ওই ঘরের মেঝের অংশে গর্ত তৈরি হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ।

গাড়ি চাপা পড়ে আরোহীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ২৫ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে ডিম কিনে সাইকেলে চেপে বাড়িতে ফিরছিলেন বিক্রম মণ্ডল(৩৩) নামে এক যুবক। সেই সময় একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যান তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ড এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে। তৎক্ষণাৎ চালক গাড়ি ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে মন্ডল পরিবারে। পুলিশ গাড়িটিকে আটক করে। পাশাপাশি মৃতদেহটি বৃহস্পতিবার ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রহস্যজনকভাবে উদ্ধার যুবকের দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার চুনাখালি এলাকার রোহিত মাহাতো (২২) নামে এক যুবক ২৬ ফেব্রুয়ারি সুন্দরবন কোষ্টাল থানার অন্তর্গত মোল্লাখালি এলাকায় একটি টুর্নামেন্টে ফুটবল ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল। সমস্ত বন্ধুরা বাড়ি ফিরে আসলেও সে বাড়ি ফিরে আসেনি। বৃহস্পতিবার

সকালে মোল্লাখালি বিপরীত দিকের দ্বীপ কুমিরমারি গ্রামের একটি ধানক্ষেত থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। সঙ্গে থাকা এক যুবতী আশঙ্কাজনক অবস্থায় ছিল ওই যুবকের দেহের পাশে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান ধানক্ষেতে বৈদ্যুতিক তার দেওয়ায় বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। তাকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হয়েছে ওই যুবতী। দেহটি ময়নতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। ইতিমধ্যেই জমির মালিকের জমি থেকে বৈদ্যুতিক তার উদ্ধার করা হয়েছে। সুন্দরবন কোষ্টাল থানাতে নিহত যুবকের বাবা সুনীল মাহাতো ছেলের মৃত্যুর ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েছেন। অন্যদিকে, সেইদিন রাতে গোসাবা ব্লকের বালি-২ পঞ্চায়েতের বিরাজনগর গ্রামে নিজের পাতা ফাঁদেই নিজে পড়ে প্রাণ হারালেন প্রদীপ হালদার(৫৪) নামে এক ব্যক্তি। প্রদীপ তার নিজের ক্ষেতে বিদ্যুতের তার বিছিয়ে রেখেছিল। সেই তারের সংস্পর্শে মৃত্যু হয়। গোসাবা থানার পুলিশ মৃতদেহটি বৃহস্পতিবার ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। উল্লেখ্য, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঠিক একইভাবে নিজের চাষের ক্ষেতে মৃত্যু হয়েছিল গোসাবা ব্লকের বালি-২ পঞ্চায়েতের দক্ষিণপাড়ার পবন মণ্ডলের(৪৫)।

তারাপীঠ মন্দিরে উপরাষ্ট্রপতি

অভীক মিত্র : শুক্রবার সকাল ১০:৩০ তারাপীঠ মন্দিরে সস্ত্রীক পূজা দিলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। উপরাষ্ট্রপতি বলেন, 'সংস্কৃতি রক্ষা আমাদের দায়িত্ব। দেশের শান্তির জন্য প্রার্থনা করেছি।' কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ছিল।

চিকিৎসা গাফিলতিতে প্রসূতি মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিকিৎসা গাফিলতিতে প্রসূতি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে। মৃতের নাম ফেন্সি ঘোষ (২২) বাড়ি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত ৯টা ফেন্সিকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। সন্তান প্রসবের পর শিশুট সুস্থ থাকলেও প্রসূতির শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। সন্তান জন্ম দেওয়ার পর ওই অবস্থাতেই দীর্ঘ ৪ঘণ্টা ধরে অবহেলায় ফেলে রাখা হয়। রাতে মৃত্যু হয় তার। নার্সদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ আনে মৃতের পরিবার। মঙ্গলবার সকালে থেকে বিক্ষোভ দেখায় মৃতের পরিজনেরা। শান্তিনিকেতন থানার ওসি কৌস্তরী মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানান হাসপাতাল সুপার দিবাকর সর্দার।

৫ কুইন্টাল অবৈধ কয়লা উদ্ধার চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডিএসপি স্বপনকুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ২৬ ফেব্রুয়ারি মহম্মদবাজার এলাকায় আশ্চর্যজনক পরিদর্শনের সময় ১টি সিউড়িগামী কয়লাবোঝাই মোটরসাইকেল ধাওয়া করে ৫ কুইন্টাল অবৈধ কয়লাবোঝাই মোটরসাইকেল খয়রাকুড়ি গ্রাম রোডের কাছে আটক করে। চালক ঘটনাস্থল থেকে পলাতক। জামতারা জেলার অন্তর্গত কাস্তার অবৈধ উৎস থেকে অবৈধ কয়লা লোড করা হয়েছে অনুমান। ঝাড়খণ্ড রাজ্য ও মহম্মদবাজারের অবৈধ ইটভাটায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কয়লালোড মোটর সাইকেল মহম্মদবাজার থানার হাতে হস্তান্তর করা হয়। সূত্রের খবর প্রতিটি মোটরসাইকেলে প্রায় ৩ কুইন্টাল করে কয়লা লোড করা হয়েছিল। দুবরাজপুরের গোপালপুর থেকে অবৈধ কয়লা লোড করে নিকটস্থ মহম্মদবাজার এলাকায় ইটভাটায় সরবরাহ করে বলে আটক করা হয়েছে। যদিও চালকরা পালিয়ে যায়। ৪টি কয়লা লোড মোটর সাইকেল পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য মহম্মদবাজার থানায় হস্তান্তর করা হয়।

মহা শিবরাত্রিতে হাজার হাজার ভক্তদের ঢল সাগরে

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : শিব পুরাণ অনুসারে, শিবরাত্রির দিনের এই রাতেই ভগবান শিব সৃষ্টি হয়েছিলেন, স্থিতি ও প্রলয়ের মহা তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন। আবার এই

রাতেই শিব ও মাতা পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল। তাই অন্ধকার আর অজ্ঞতা দূর করার জন্য ঠিক এই দিনে ব্রত পালিত হয়। বুধবার সকাল থেকে কয়েক হাজার ভক্তদের ঢল নেমেছিল গঙ্গাসাগরে। কেবল গঙ্গাসাগর নয় সাগরের বাইরে থেকেও হাজার হাজার ভক্তরা গঙ্গার এই পবিত্র জল নিয়ে যাওয়ার জন্য এসে পৌঁছেছে গঙ্গাসাগরে। জলের বাঁক কাঁধে নিয়ে শিবের নামে বিভিন্ন ছড়া ও শ্লোগান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলছেন মন্দিরের দিকে।

পর্বত অভিযানে আবহাওয়া খারাপে আটকে আরোহীর দল

নিজস্ব প্রতিনিধি , জয়নগর : সিনকুন সাউথ অভিযানে যাওয়ার পথে ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে মানালি থেকে বের হয়ে বিকেলেই হিমাচলপ্রদেশের ছিকা গ্রামে পৌঁছায় সোনারপুর আরোহীর ৫ সদস্যের অভিযাত্রী দল। প্রথমে তারা যান কেলংয়ে। কেলংয়ে ডিসি অফিস ও পুলিশ সুপারের অফিসে নিয়মানুযায়ী সমস্ত তথ্য জমা করা হয়। তারপর ছিকা গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় পুরো টিম। ১২ হাজার ফুট উচ্চতায় এই গ্রাম এই পথের শেষ গ্রাম। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বুধবার ও বৃহস্পতিবার তাদের এখানেই থাকার কথা ছিল। এখানে একটি মেডিকেল ক্যাম্পও করার কথা ছিল। কিন্তু বাধ সেধেছে প্রকৃতি, আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী ব্যাপক তুষারপাতে কার্যত ছিকা গ্রামের কমিউনিটি সেন্টারে গৃহবন্দী তারা। দলের প্রত্যেকেই ভালো ও সুস্থ আছেন বলে ওয়াটসঅ্যাপ বার্তায় জানায় তারা। ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তুষারপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। তাই পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানায় দলনেতা রুদ্রপ্রসাদ হালদার। তিনি বলেন, 'বিআরও অর্থাৎ বর্ডার রোড অর্গানাইজেশান রাস্তা পরিষ্কার করলে তারা সড়ক পথে অভিযানের উদ্দেশ্যে কিছুটা এগোতে পারবেন। কিন্তু রাস্তা পরিষ্কার করতে দেরী হলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তারা ঘোড়ায় করে এগানোর পরিকল্পনাও করে রেখেছেন। তবে সবটাই নির্ভর করছে আবহাওয়ার উপর। এই অভিযান সফল হলে শীতকালীন অভিযানে আগ্রহ আরও বাড়বে। সাধারণত ২১ ডিসেম্বর থেকে ২১ মার্চের মধ্যে কোনও পর্বতের বেসক্যাম্প থেকে শৃঙ্গে আরোহণ করে আবার বেসক্যাম্পে ফেরত এলে তা শীতকালীন পর্বতারোহণের মধ্যে পড়ে।'

রুদ্রপ্রসাদ হালদার ছাড়াও এই অভিযানে সোনারপুর আরোহীর আরও চার সদস্য হলেন রাহুল হালদার, চিকিৎসক উদ্দীপন হালদার, দেবাশিস মজুমদার ও অরুনাভ সাঁপুই। সোনারপুর আরোহীর এবারের লক্ষ্য শীতকালীন অভিযানে সফল আরোহণ করা। জানা গিয়েছে দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ধরে পশ্চিম গিরিশি

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১ মার্চ – ৭ মার্চ, ২০২৫

হিংসার বাংলা

এত রক্তক্ষরণ, এত স্বার্থপরতা এত হিংসার পশ্চিম বাংলা বড়বেদনা দায়ক। প্রতিবেশী বাংলাদেশে যখন অমানবিক অসুস্থ আবহাওয়া সেই পরিসরে মনে হয় পশ্চিমবাংলার অপরাধ জগত সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চাইছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিউরে ওঠা ঘটনাগুলি এখনো জনমানসে উজ্জ্বল। পশ্চিম বাংলায় ইদানিং কতগুলি ধারাবাহিক ঘটনা সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে ভাবাচ্ছে। একের পর এক শুট আউটে ঘটনা প্রাণ কেড়েছে অনেকের। কলকাতা শহরের বাইরেও এমন ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতিকালের ঘটনা বাঙালি সামাজিক বন্ধনের মূল্য ভাবনাকে খানখান করে দিয়েছে। দে পরিবারের হত্যাকাণ্ড স্বজন দ্বারা অত্যন্ত বেদনার। অতীতেও সজল বারুই কিংবা সুদীপা পালের ঘটনা জনমানসকে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। এবারের ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। বেঁচে যাওয়া কিশোরের আত্মীয়স্বজন দায়িত্ব নিতে দ্বিধাগ্রস্ত। আইনের পথে চলবে কিন্তু সামাজিক এই শৃঙ্খলাভঙ্গের নেপথ্য কারণ যথাযথভাবে ওঠে আসুক। চন্দননগরের নৃত্যশিল্পীর মৃত্যু নিয়ে ইভটিজিংয়ের যে অভিযোগ উঠেছে তা নিয়েও বাংলার শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন ব্যথিত ও চিন্তিত। আরজিকর হত্যাকাণ্ডের ক্ষত এখনও রয়ে গেছে। সেই ক্ষতের উপর একের পর এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড, নারীর নির্যাতনের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। এমন অভিযোগ উঠেছে যে প্রভাবশালী হাত থাকলে দুষ্কৃতীরা অধরা থেকে যাচ্ছে। একের পর এক জঘন্য হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সাধারণ মানুষের নানা প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে। অনেকেই ভাবছেন গণমাধ্যমের নানা প্লাটফর্মে সেন্সরহীন সিনেমা সিরিয়াল অপরাধ প্রবণতাকে উসকে দিচ্ছে। রাজনৈতিক হিংসার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ছে সার্বিকভাবে সাধারণের মধ্যে। সহপাঠীর মারে সহপাঠী নিহত হচ্ছে, নাবালিকা নিগৃহিত হচ্ছে সরকারি হাসপাতালের আইসিউতে, বন্ধুদের হাতে বন্ধু, বিশ্বাসের জায়গাগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। অপরাধের এই বাড়বারন্ত দমনে প্রশাসনিক তৎপরতা আরো বেশি প্রয়োজন। কোন মতেই অপরাধীকে আড়াল করা অন্যায়। বাংলার হিংসাকে কমাতে রাজনৈতিক সংযোগ কোনমতেই থাকা উচিত নয়। প্রতিবেশী বাংলাদেশ ক্রমাগত শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে হিংসা সমাজকে শেষ করে দেয়। বাংলাদেশ আজ খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য। পশ্চিম বাংলার হিংসা থামাতে এখনই করা পদক্ষেপ প্রয়োজন নইলে বিধানসভা ভোটের অবহে অবস্থা আরো ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

চিদাকাশ হতেই অন্যান্য আকাশের উদ্ভব হয়। আমি চেতন হয়েও জড়, চিত্তের এই ভ্রান্ত উপলব্ধি বা প্রতীতি, তা বস্তুতঃ চিৎ নামক ব্রহ্মের মলিনতা, এবং সেই মলিন চিৎ–ব্রহ্মকে মন বলে তুমি জানবে। সেই মনের কারণেই আকাশ কল্পিত হয়। শাস্ত্রে যে আকাশত্রয়ের কথা বলা হয়েছে, তা শুধু অজ্ঞদের উপদেশ দেওয়ার জন্যই বলা হয়ে থাকে, জ্ঞানী বা প্রবুদ্ধদের জন্য নয়। মলিনতা বশতঃ চিদাকাশ হতে চিত্তাকাশ ও ভূতাকাশের উৎপত্তি। আত্মবোধহীন ব্যক্তিগণ অজ্ঞানবশতঃ মলিন চিৎ–গগনে চিত্তভাব অনুভব করে, প্রবুদ্ধ বা জ্ঞানীজন নয়। সুতরাং মূর্খতাই বন্ধন এবং জ্ঞানলাভই মোক্ষ।

চিত্তের উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন, তাকে পরমাত্মায় সংযুক্ত করা চাই। পরমাত্মায় সংযুক্ত চিত্ত বাসনাবিহীন হয়ে অবশ্যই আত্মাস্বরূপে স্থিত হবে। চিত্ত সম্পর্কে একটি গল্প বলছি, নিবিষ্ট হয়ে শোন। পশু–পাখী শূন্য এক বিস্তীর্ণ অরণ্যে এক অতিকায় চঞ্চলবুদ্ধি পুরুষ বাস করে। তার অসংখ্য হস্তে ধরা অসংখ্য মুগুর, মুগুর দিয়ে সে নিজের পিঠে নিজেই আঘাত ক’রে এবং আঘাত পেয়ে স্থানান্তরে পালিয়ে বেড়ায়। আঘাতে যন্ত্রণা পেয়েও আঘাত করা থেকে সে বিরত হয় না। নিজের ভয়ে সে নিজেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কাঁদতে থাকে। আঘাতের ভয়ে সে পালিয়ে শ্রান্ত, অবশদেহ হয়ে এক অন্ধকূপে পড়ে যায়। বহু সময় পরে সে সেখান থেকে উঠে আবার নিজেকে প্রহার ক’রে বহুদূরে পালিয়ে এক কাঁটায় ভরা করঞ্জ বনে প্রবেশ করল। সেখান হতে কিছুক্ষণ বাদে বাইরে এসে নিজের পিঠে আঘাত ক’রে এক কলাবনে পালিয়ে এল। আবার নিজেরই আঘাতে জর্জরিত হয়ে দ্রুতপায়ে দূরে এক অন্ধকূপে গিয়ে আশ্রয় নিল। সেখানেও স্থির না থেকে পালিয়ে গিয়ে আবার কলাবন, করঞ্জবন ইত্যাদি স্থানে স্থানে দৌড়তে লাগল এবং পুনঃ পুনঃ প্রহার ও বিলাপ করতে লাগল। বহুক্ষণ এই অর্থহীন ব্যবহার দেখে সেই উদ্‌ভ্রান্ত লোকটিকে আমি জোর ক’রে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম,–তুমি কে? কেন এই ভাবে অকারণ কর্ম ক’রে দুঃখ পাচ্ছ? তোমার বাসনা কি? সে আমায় বলল, আমি কেউ নই, আমি কিছু করছি না, আপানি আমার গতি রোধ করলেন কেন? এই বলে সে বিকট রবে প্রথমে কান্নায় ও পরে অট্টহাসিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর নিজের শরীর থেকে অঙ্গগুলি ছিন্ন করতে লাগল।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

দায়ী আর্থসামাজিক অবস্থা, ভারতে আত্মহত্যা ভয়াবহ আকার নিচ্ছে

আরিফুল ইসলাম

বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে চলছে প্রতিনিয়ত বিকশিত বুদ্ধিমত্তার একের পর এক উদ্ভাবন। আধুনিক দুনিয়া চলছে জেট গতিতে। প্রতিযোগী পৃথিবীর এই আধুনিক উদ্ভাবনে পিছিয়ে নেই আমাদের দেশও। কিন্তু এই ঝাঁ চকচকে গতিময় জীবনের মধ্যে উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। অতি সম্প্রতি তা প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো, যে ২০২২ সালে ভারতে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে ১,৭১,০০০, যা সত্যিই চমকে

ওঠার মতো ঘটনা বটে। ২০১৯ সালে এই একই কারণে দেশে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছিল ১,৩৯,০০০। অর্থাৎ দেশে আত্মহত্যার এই ঘটনা যে ব্যাপক ঊর্ধ্বমুখী সেটা লক্ষণীয়।

আজ সংবাদটি যেসময়ে সংবাদ মাধ্যমে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বা রাজনৈতিক ও সরকারি প্রতিক্রিয়া পাবার কথা, ঠিক সেই সময়ে দেশ তুমুল কুম্ভ জ্বরে আক্রান্ত। দেশে কোনও আত্মহত্যার ঘটনা সাধারণত দোষারোপ ব্যক্তি বিশেষের উপর চাপিয়ে দেবার প্রবণতা এই সমাজের সহজাত প্রবৃত্তি দীর্ঘদিনের। আত্মহত্যা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট পরিবারের ক্ষতি বললে সম্পূর্ণ দায় এড়িয়ে যাওয়ার কথা হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে আত্মহত্যার এই ঊর্ধ্বমুখিতা একাধিক কারণ থাকলেও মূল হচ্ছে আর্থসামাজিক অবস্থা। দেশে অতিমারি এবং তার অব্যবহৃত পরে অর্থনৈতিক সংকট, স্বাস্থ্য বিপর্যয়, জীবিকা ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভাজনের প্রেক্ষিতে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে।

অথচ এই বিষয়টি যতটা সংবেদনশীল ততটাই আন্তরিকতার অভাব। যেমন আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন এমন এক ব্যক্তি যেখানে পরবর্তী সময়ে সমাজের কাছে তার মমতা ও আন্তরিকতার প্রয়োজন, উল্টে চিকিৎসক, পুলিশ, এমনকী উক্ত ব্যক্তির পরিবারের কাছেও সে বিরক্তি ও উপহাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ঘটনার গভীরতায় না গিয়ে তাঁকে রীতিমতো অবজ্ঞা উপেক্ষা কখনো উপহাসও করা হয়। সুতরাং এই মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রসঙ্গত ২০২২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার আত্মহত্যা প্রতিরোধে এক জাতীয় নীতি প্রকাশ করেছিল বটে কিন্তু তার সঠিক প্রয়োগ হয়নি। তার কারণ সাহায্যের আশ্বাস প্রদানেই কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। সংকট মুহূর্তে অর্থাৎ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া থেকে অন্যান্য রোগীর মতো আত্মহত্যা করতে যাওয়া মানুষও যেন সঠিক চিকিৎসা, মনোযোগ, তত্ত্বাবধায়ন পায় তা নিশ্চিত করা দ্রুত প্রয়োজন ছিল। বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ লক্ষ্মী বিজন কুমার বলেন, ‘আত্মহত্যার চেষ্টার পরে মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা সহ কাউকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তিনি একজন কোমর ভাঙা রোগীর থেকে কম গুরুত্ব পান। সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যেও তাকে মনোবিদদের জন্য অপেক্ষা করিয়ে রাখা হয়। মদ্যপানের সঙ্গে আত্মহননের যোগ প্রসঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য গবেষক অভিজিৎ নাদকার্নি বলেন, ‘কারো মনে এই ধরনের চিকিৎসা যখন এসেছে, তখন মদ্যপান দ্বিধা কমায়, আবেগ বৃদ্ধি করে। কিন্তু যোগফল হয় মারাত্মক, ফলে এদেশে মদ্যপানের সংখ্যা ক্রমশ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, আর সমাজ ভয়ঙ্কর দিকে এগোচ্ছে। আবার মদ্যপানকে সমাজে আকর্ষণীয় উপায়ে হাজির করাচ্ছে বৃহৎ পুঁজির কারবারিরা। ফলে আত্মহত্যার একটি বাণিজ্যিক নির্ধারক হল মদ, বলেন অভিজিৎ নাদকার্নি।’

আমাদের দেশে দারিদ্র, হিংসা, জাত–পাত, যৌন পরিচয়, লিঙ্গ পরিচয়ের কারণে অসাম্যের মতো বহুকারণে রয়েছে এই সমস্যার মূলে। মূলত উচ্চবর্ণ, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও বিসমকামীদের চাহিদার বাইরে মানসিক স্বাস্থ্যে অবহেলিত বাকি সবাই। সমাজকর্মী রত্নাবলী রায়ের মতে ‘আত্মহত্যা ঠেকানো একটি রোটি কাপড়া ঔর মাকানের মতো বিষয়। নীতি নির্ধারণে গুরুত্ব দিতে হবে গণমাধ্যমকে। গণমাধ্যম পাশে না থাকলে মানসিক স্বাস্থ্য, অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

এদিকে শুরু হয়েছে পরীক্ষার মরশুম। এই মর্মান্তিক রেখাচিত্র যাতে আর ঊর্ধ্বমুখী না হয়, সেই কাজে যথেষ্ট সতর্ক এখনই হতে হবে সমাজের সকলকে।

শক্তিজাত কার্বন দমনে ভারতের ছায়াসঙ্গী ব্রিটেন : ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত

সুবীর পাল

শক্তির প্রাণ ভোমরা হল বিদ্যুৎ। আর এই বিদ্যুৎ উৎপাদন মানেই কার্বণজাত দস্যু দূষণের দাদাগিরি। ফলে বলি পাঁঠার মতো কুঁকড়ে ওঠে স্বচ্ছতার পরিবেশ। ফলে অবধারিতভাবে শক্তির হাত ধরে পরিবেশ জুড়ে এই কার্বণ গ্রাস কান্ডে বিপন্ন গোটা প্রাণী সমাজ। একইসঙ্গে অস্তিত্বের নিশ্চয়তা হারাচ্ছে মনুষ্যকুল। এটাই আজ আমাদের বিশ্বের দরবারে অন্যতম এক চ্যালেঞ্জ। কী এর উত্তোরণের উপায়? ভারতের পরিস্থিতিই বা কী এমন সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে। সমস্যা নিরসনে ভারত কি একা? এমনই সব জটিল আবর্তে প্রকৃত বন্ধুর মতো ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ব্রিটেন।

তথ্যটা এরকম। সময়টা ২০২৩ সাল। সারা বিশ্বে সামগ্রিক পরিবেশে বৈশ্বিক শিল্পজাত কার্বণ উদগীরণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৭ বিলিয়ন মেট্রিক টন। ঠিক সেইখানে একই ইস্যুতে ভারতের তরফে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে কার্বণ দূষণের পরিসংখ্যান ছিল ২.৭ বিলিয়ন মেট্রিক টন। এই সংখ্যা তথ্যকে যদি শুধুমাত্র শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রিভূত করা যায় তবে তার নিটফল মানুষের শিরদাঁড়ায় হিমেল হাওয়া বইতে বাধ্য। কারণ সমগ্র বিশ্ব সহ ভারতের মোট কার্বণ নিঃসরণের ৬৫% থেকে ৭০% সৃষ্টি হয় শুধুমাত্র শক্তিজাত শিল্পের কারণেই। ওই ২০২১ সময়কালেই পৃথিবীতে শক্তি উৎপন্নের জন্য পরিবেশে ৩২ গিগাটন কার্বণ ছড়িয়ে গিয়েছিল। আর শক্তি উৎপাদনের নিরিখে ভারতের পক্ষে বিশ্বব্যাপী কার্বণের মাত্রায় যুক্ত করেছিল ১.৯ গিগাটন কৃষ্ণ দূষণ।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রক আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের উদ্যোগে দেশীয় শক্তিজনিত কার্বণ নিঃসরণের বর্তমান পরিমাণ ৭০% কে নামিয়ে ৫০%এ হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আর এই পরিকল্পনার বাস্তবায়নের কর্মকাণ্ডে স্বনির্ভর ভারত পাশে পেয়েছে আমাদের দেশের আত্মিক চিরসখা ব্রিটেনকে। সুতরাং ভারতের নিজস্ব উদ্যোগে যেখানে বিশ্বের দূষিত পরিবেশকে আরও স্বচ্ছ করার আহ্বান জানিয়েছে, যেখানে লন্ডন হাতে হাত মিলিয়ে দিল্লির দোসর হবার আগ্রহ প্রকাশ করেছে সম ভাবনায়, ঠিক সেই বিন্দুতে পারস্পরিক যৌথ প্রতিশ্রুতির মেলবন্ধনের সিন্ধুতে সুনামির অনুঘটকের কাজটা সম্পন্ন করতে একসঙ্গে আগ্রহ প্রকাশ করল ব্রিটেন ও ভারতের যৌথ শপথ।

এ প্রসঙ্গে কলকাতায় অবস্থিত ব্রিটিশ দূতাবাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত পূর্বাঞ্চলীয় ও উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ব্রিটেন হাইকমিশনার অ্যান্ড্রিউ ফ্লেমিং সদর্থকভাবে বলেন, শক্তি উৎপন্নের ফলে বৈশ্বিক কার্বণ দূষণ আজকের দুনিয়ায় পৃথিবীর কাছে অন্যতম বৃহৎ আশঙ্কার কারণ। ভারত ও ইংল্যান্ড অন্যান্য দেশের সঙ্গে এবিষয়ে একইরকমের উদ্বিগ্ন। তাই বিশ্বের কার্বণজনিত দূষণ রোধে এই দুটি রাষ্ট্র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাঁর আরও বক্তব্য, জীবাশ্ম জ্বালানির ভাণ্ডারে মজুতের পরিমাণ ক্রমেই কমছে। ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তিত হওয়ার কারণে প্রাকৃতিক গ্যাসেও জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও একইসঙ্গে ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে। ফলে শক্তি উৎপন্নে পুনরুজ্জীবন ঘটাতে আমাদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নির্ভর হতেই হবে। তার সঙ্গে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের দেশ ব্রিটেন এইধরনের অত্যাধুনিক প্রকৌশল ভারতের সঙ্গে আদানপ্রদান করতে প্রস্তুত। কারণ এই দুই দেশের যৌথ লক্ষ্য হল পরিবেশগত ওজন লেয়ারের ভারসাম্য রক্ষা করা, বলে উল্লেখ করেন।

রাজ্যের অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি মন্ত্রী মহম্মদ গুলাম রব্বানি অবশ্য এমন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আশাব্যঞ্জক কথা শুনিয়েছেন, সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তি সহ পুনর্নবীকরণ শক্তি ও অপ্রচলিত শক্তি থেকে যে বিদ্যুৎ সারা দেশে উৎপন্ন হয় তা সমগ্র ভারতের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪৪%। আর এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, পুনর্নবীকরণ শক্তি ও অপ্রচলিত শক্তি উৎপন্নে সারা দেশের মধ্যে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে চলছে বরাবর।”

সিআইআইয়ের এনার্জি সাব কমিটির চেয়ারম্যান ইভান সাহা মনে করেন, জলবিদ্যুৎ, সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ থেকে বর্তমানে সারা দেশে মোট বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় ৪৫০.৭৬ গিগাওয়াট। যা বিশেষতঃ এই ক্ষেত্রে পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থানাধিকার উৎপাদন। এহেন পরিসংখ্যান আগামী ২০৩০ সালে ৫০০ গিগাওয়াটের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলবে ভারত। একইসঙ্গে কার্বণ দূষণের মাত্রা হ্রাসের পরিমাপে ভারত বিশ্বকে অচিরেই নেতৃত্বে দেবে বলেও ইভানবাবু দৃঢ়তার সঙ্গে মত প্রকাশ করেন।

পাঠকের কলমে

আমতা স্টেশনে দিব্যাং শৌচালয়ে তালা

দক্ষিণ পূর্ব রেলের আমতা স্টেশনের টিকিট কাউন্টার সংলগ্ন দিব্যাং শৌচালয়। একমাত্র এই দিব্যাং শৌচালয়টি বছরের পর বছর ধরে তালাচাবি। থেকে থেকে তালায় জং ধরেছে। শৌচালয়ে ওঠার নেই কোন র‍্যাম্প ও আচ্ছাদন। তারফলে দিব্যাং যাত্রীরা শৌচালয় ব্যবহার থেকে বঞ্চিত। দিব্যাং যাত্রীদের নিয়ে রেলের কেন এমন অমানবিক আচরণ! সহানুভূতির সাথে রেল কর্তৃপক্ষ একটু ভেবে দেখবেন কি?

দীপংকর মান্না
চাকপোতা, আমতা
হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

দেশ দেশান্তরে

ইউক্রেন আর যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ চুক্তি

সুমন্ত ভৌমিক

খনিজ চুক্তি সইয়ের জন্য মার্কিন প্রশাসনের অব্যাহত চাপের মুখে রয়েছে ইউক্রেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চাহিদা অনুযায়ী ইউক্রেনের খনিজ সম্পদের ভূগর্ভস্থ মজুতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে দুই দেশ এমন একটি চুক্তি সইয়ের করতে চলেছে বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনীয় উপপ্রধানমন্ত্রী ওলহা স্টেফানিশিনা। তিনি আরও বলেন, চুক্তি নিয়ে এ পর্যন্ত সমস্ত আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং সব বিবরণ চূড়ান্ত হয়েছে। আমরা এটি দ্রুত সম্পন্ন করে চুক্তি সইয়ের কাজ এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ধরনের একটি চুক্তি অনেক বড় পুরস্কারের সমান। কারণ এটি ট্রাম্প প্রশাসনের আমলে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও নিরাপদ ইউক্রেনের মার্কিন প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করবে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে তার এ পরিকল্পনা তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ট্রাম্পের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল। মূলত ইউক্রেনের প্রতি ট্রাম্পের সমর্থন আদায় বজায় রাখতে একটি বাস্তবসম্মত কারণ হিসেবে এ পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তার তথাকথিত বিজয় পরিকল্পনায় প্রথমে খনিজ চুক্তির প্রস্তাবটি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ভূরাজনৈতিক ঝুঁকিবিষয়ক কানাডাভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সেকডেভ ২০২২ সালে এক মূল্যায়নে প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে রাশিয়া ইউক্রেনের ৬৩ শতাংশ কয়লাখনি এবং ম্যাঙ্গানিজ, সিজিয়াম, ট্যানটালাম ও বিরল খনিজ ভান্ডারের অনেকটা দখল করেছে। কিয়েভের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের ৫ শতাংশই রয়েছে ইউক্রেনে। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ টন গ্রাফাইটের সুনির্দিষ্ট মজুত যা খনিজ সরবরাহে ইউক্রেনকে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ দেশের একটিতে পরিণত করেছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থা। সেকডেভের প্রধান রবার্ট মুগাহ বলেন, এ ধরনের খনিজ সম্পদ ইউক্রেনে রাশিয়ার অব্যাহত আক্রমণের ক্ষেত্রে এক কৌশলগত ও অর্থনৈতিক মাত্রা যোগ করেছে। খনিজ সম্পদের ভান্ডার দখল করে মস্কো ইউক্রেনের আয়ের উৎসে প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দিয়েছে এবং নিজস্ব সম্পদের ভিত্তি

প্রসারিত করেছে। ইউক্রেনে খনিজ সম্পদের ভূগর্ভস্থ কিছু মজুত এরই মধ্যে দখল করে নিয়েছে রাশিয়া। ইউক্রেনের অর্থমন্ত্রী জুলিয়া স্‌ভিরিডিয়াঙ্কার মতে, বর্তমানে রাশিয়ার দখলে আছে ইউক্রেনের ৩৫ হাজার কোটি ডলারের খনিজ সম্পদের ভান্ডার। আরও কিছু খনিজ মজুত রয়েছে ইউক্রেনে। অস্ত্র, বায়ুবিদ্যুতের টারবাইন, ইলেকট্রনিক ও আধুনিক বিশ্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় ১৭টি উপকরণের এ বিরল খনিজ। ইউরোপের মোট লিথিয়াম ভান্ডারের এক–তৃতীয়াংশই রয়েছে ইউক্রেনে। বর্তমানে ব্যাটারি তৈরির মূল উপাদান লিথিয়াম। এদিকে যুদ্ধ শুরুর আগে টাইটানিয়াম উৎপাদনে ইউক্রেনের ছিল ৭ শতাংশ।

গত বছরের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে কিছু বিরল খনিজের রপ্তানি নিষিদ্ধ করে চীন। দেশটি এর আগের বছর যুক্তরাষ্ট্রে খনিজ রপ্তানি সীমিত করেছিল। এর আগে গত সপ্তাহে ইউক্রেনের বিরল খনিজ সম্পদে যুক্তরাষ্ট্রকে ৫০ শতাংশ ভাগ দেওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে যে পরিমাণ সহায়তা দিয়েছিল, এ ভাগ সেটির প্রতিফলন ঘটাবে। জবাবে জেলেনস্কি বলেছেন, আমি আমাদের দেশকে বিক্রি করে দিতে পারি না। ট্রাম্প এ মাসের শুরুতে বলেছিলেন, ইউক্রেনে মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তার পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার কোটি ডলার। আর তিনি ইউক্রেনের খনিজ সম্পদে সমমূল্যের প্রবেশাধিকার চান। তবে জেলেনস্কি বলেছেন, এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলারের সহায়তা দিয়েছে। কিয়েভ আরও জোর দিয়ে বলেছে, তারা এ পর্যন্ত যে সহায়তা পেয়েছে তা ঋণ নয় বরং অনুদান ছিল। তাই ইউক্রেনের কোন কিছু ফেরত দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি যেকোন চুক্তিতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চান বলেও জানা গেছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর ওয়াশিংটন সফরের আগে গত সোমবার হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মাইক ওয়ালৎজ মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউজনেশনকে বলেন, অর্থনীতিকে আরও সম্প্রসারিত করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনকে এক সুতায় গাঁথার জন্যই এ চুক্তি। জিওলজিক্যাল ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপের মতে, যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের খনিজ সম্পদের জন্য চুক্তি করতে আগ্রহী হওয়ার কারণ দেশটি চীনের ওপর নির্ভরতা কমাতে চায়। চীন বিশ্বের বিরল খনিজ ভান্ডারের ৭৫ শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করে। কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তির প্রস্তাবকে ঔপনিবেশিক বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কিয়েভ দেশটির খনিজ সম্পদ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে আগ্রহী। একুশ শতকের অর্থনীতির ভিত্তি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। এসব সম্পদ জ্বালানি, সামরিক শক্তি ও শিল্প অবকাঠামোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূরাজনীতি ও অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান কৌশলগত ভূমিকা পালন করে এসব খনিজ। এ চুক্তিতে প্রতারণার যেসব ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছেন বরিস। তিনি বলেন, এ চুক্তির ফলে ইউক্রেনের মানুষ যা পাবে তা হলো, ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি মুক্ত, সার্বভৌম ও নিরাপদ ইউক্রেনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি।

ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু

গত বৃহস্পতিবার ভোরে শ্রীলঙ্কার মধ্যাঞ্চলে একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কাছে হাতির পালকে এক যাত্রীবাহী ট্রেন ধাক্কা দেয়। এতে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয় ও ছয়টি হাতি মারা যায়। তবে যাত্রীদের কেউ হতাহত হয়নি। দুটি আহত হাতির চিকিৎসা চলছে। তবে শ্রীলঙ্কায় হাতির পালকে ট্রেনের ধাক্কা দেওয়ার ঘটনা নতুন নয়। দেশটিতে মানুষ ও হাতির সংঘর্ষজনিত হতাহতের হার বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত বছর শ্রীলঙ্কায় মানুষের সঙ্গে হাতির সংঘর্ষে ১৭০ জনের বেশি মানুষ ও প্রায় ৫০০ হাতি মারা গেছে। এছাড়া প্রতিবছর প্রায় ২০টি হাতি ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যায়। ২০১৮ সালে হাবারানায় একটি গর্ভবতী হাতি ও তার দুটি বাচ্চা একইভাবে ট্রেনের ধাক্কায় মারা যায়। শ্রীলঙ্কায় প্রায় সাত হাজার বন্য হাতি রয়েছে। বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটিতে হাতিদের পবিত্র বলে গণ্য করা হয় এবং আইনের মাধ্যমে তাদের সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। হাতি হত্যা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যার জন্য কারাদণ্ড বা জরিমানা হতে পারে। প্রাকৃতিক কারণে ও খাদ্যের সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় হাতিরা ক্রমে মানুষের বসবাসের এলাকায় চলে আসছে। অনেকে ট্রেন চালকদের গতি কমানোর ও রেললাইনে আগে থেকেই ট্রেনের হর্ন বাজিয়ে হাতিদের সতর্ক করার আহ্বান জানিয়েছেন। গত অক্টোবরে হাবারানা থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে মিনেরিয়ায় একটি ট্রেন হাতির পালকে ধাক্কা দিলে দুটি হাতি মারা যায় ও একটি আহত হয়।

বালুরঘাটে হ্যাপি স্ট্রিটের পথ চলা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি,দক্ষিণ দিনাজপুর : ৩ ফেব্রুয়ারি বর্তমান বিশ্বায়নের কর্মব্যস্ততার যুগে শরীরের পাশাপাশি মনকে প্রফুল্ল ও নির্মল রাখার লক্ষ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার সকালে বালুরঘাট সহ সারা দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট পৌরসভা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জার্নালিস্ট ক্লাবের উদ্যোগে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় শোভা মজুমদার সরণীতে শরীরচর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন বিনোদন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হ্যাপি স্ট্রীট নামক প্রভাতী অনুষ্ঠানের পথ চলা শুরু হল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, বালুরঘাট পৌরসভার পৌরাধ্যক্ষ অশোক কুমার মিত্র, বালুরঘাট পৌরসভার পৌরাধ্যক্ষ পরিষদের তিন সদস্য অনোজ সরকার, বিপুল কান্তি ঘোষ ও মহেশ পারখ সহ বালুরঘাট পৌরসভার অন্তর্গত বিভিন্ন ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধিরা আজকে হ্যাপি স্ট্রীটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এবছর দক্ষিণ দিনাজপুর তথা সারা গৌড়বঙ্গের মধ্যে প্রথম রঞ্জি ট্রফির খেলোয়াড় বালুরঘাটের গর্ব, বালুরঘাটের ভূমিপুত্র সুমিত মহন্তকে হ্যাপি স্ট্রীটের অনুষ্ঠান মঞ্চে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। আজকে হ্যাপি স্ট্রীটের অনুষ্ঠানে যোগ প্রাণায়াম, জুম্বা ডান্স, নাচ, অঙ্কন চিত্রকলা ও ছোট ছোট শিশুদের বিনোদনের জন্য নানা প্রকারের ক্রীড়া সরঞ্জাম রাখা হয়। বালুরঘাটে সর্বস্তরের মানুষ ওই এলাকায় উপস্থিত হয়ে আজকে হ্যাপি স্ট্রীটের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। আজকে হ্যাপি স্ট্রীটের অনুষ্ঠানে যোগদানকারী সকলকে বালুরঘাট পৌরসভার পৌরাধ্যক্ষ অশোক কুমার মিত্র শুভেচ্ছা জানান।

বোরো চাষে আশায় বুক বাঁধছে শস্যগোলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে আলু সহ একাধিক সবজি চাষের দুর্ভোগ মাথায় নিয়ে এবার নতুন করে আশায় বুক বাঁধছেন বোরো চাষিরা। এই রাজ্যের সর্বত্রই কমবেশি বোরো ধানের চাষ হয়ে থাকে। উন্নত প্রজাতির বীজ ধান, এবং অত্যাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রভৃতির সহায়তায় বর্তমানে বোরোর ফলনও বেশ সন্তোষজনক। তাই রাজ্যর চাষিদের অনেকেই বোরো চাষে উৎসাহ বোধ করেন। তবে, রাজ্যের শস্যগোলা রূপে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে বোরো চাষের আধিক্য বেশিই চোখে পড়ে। এসময় চারিদিকে সবুজ ধানক্ষেতের নয়নাভিরাম দৃশ্যপট থেকে থেকে যেন চোখ সরতেই চায় না। বর্ধমান সদর উত্তর ও দক্ষিণ সহ কাটোয়া এবং কালনা মহকুমার হাজার হাজার হেক্টর জুড়ে কৃষি জমি এসময় শুধু সবুজ আর সবুজে ভরা। প্রতিবারের মতো এবারও বেশ উৎসাহের সঙ্গে জেলার বোরো চাষিরা মাঠে নেমে পড়েছেন। এখন ধানক্ষেতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ সহ পরিচর্যার কাজ চলছে। কোথাও নিড়ানি দেওয়ার কাজ চলছে তো কোথাও জলসেচের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কোথাও রোগপোকার সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা। এসব নিয়েই এখন বোরো চাষিরা ব্যস্ত রয়েছেন। তবে এখনও পর্যন্ত বোরো ধান চারার বাড়বৃদ্ধিতে চাষিদের অনেকেই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং তারা এবারে ফলন নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী। চাষিদের কথায়, ফসল বেড়ে ওঠার মুখে শিলাবৃষ্টি, কালবৈশাখীর মতো বড়ো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে যদি পড়তে না হয় তাহলে বোরো ধানের ফলন সকলের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবে।

কয়েক লক্ষ টাকার আফিম সহ গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ির পুলিশ ফুলবাড়ী থেকে ৫ কেজি ৩০০ গ্রাম আফিম সহ বখতিয়ার আলী, আবু বক্কর, নাসির আলী ও ওয়াহিদ আলী নামে ৪জনকে গ্রেপ্তার করে। যার আনুমানিক দাম ৫০ লক্ষ টাকা বলে মনে করছে পুলিশ। অসম থেকে বিহার হয়ে এই শহরে আনার ছক কষেছিল তারা। ধৃতরা সবাই আসামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ধৃতদের শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে। নিউ জলপাইগুড়ি থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইং গোপন সূত্র মারফত খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পেল।

তরাই হিমালয়ান ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিনিধি শিলিগুড়ি : ২৩ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টায় শিলিগুড়ির মহানন্দা পারে শিলিগুড়ির ব্যস্ততম সড়ক হিলকার্ড রোডে ইয়ারভিউ মোড়ে সংযোগস্থলে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে প্রথমবর্ষ তরাই হিমালয়ান ফেস্টিভ্যালের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব দার্জিলিং জেলার জেলাশাসক শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক জিটি প্রধান ও অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে শিলিগুড়ির আপামর সর্বস্তরের নাগরিকদের অংশগ্রহণ এক উল্লেখযোগ্য মাত্রা পেয়েছিল। বিশেষ করে কচিকাঁচাদের অনুষ্ঠান সবার মনে রেখাপাত করেছে তা বলাবাহুল্য।

নিগম ৫ কোটি টাকা অর্থানুকূল্যে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের জন্য ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নবনির্মিত ৩টি গুদামঘরের উদঘাটন হয়। উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ও মেয়র পরিষদ সদস্য সহ প্রকল্পের আধিকারিকবৃন্দ।

পথ নিরাপত্তা হোক নিশ্চিত 'সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ'

বলাগড় ম্যারাথন ২০২৫

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮ টায় হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের বলাগড় থানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ১০ কিমি মিনি ম্যারাথন। সূচনা হয় মুক্তারপুর রেললাইন সংলগ্ন মাঠ থেকে, সূচনা করেন হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের এসপি কামনসিস সেন, আইপিএস। উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল এসপি কল্যাণ সরকার, ডিএসপি ডি এন্ড টি প্রিয়ব্রত বক্সী ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র, সিআই মগরা, আইসি মগরা ও বলাগড় থানার ওসি সোমদেব পাত্র সহ একাধিক পুলিশ কর্মী ও ম্যারাথন কমিটির সদস্য সদস্যাগণ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৫০০ জন দৌড়বিদ এই ম্যারাথনে অংশ গ্রহণ করেন। এই ম্যারাথন এ অংশগ্রহণ করে এসপি কামনাসিস সেন। ম্যারাথনের ফিনিশিং লাইন ছিল বলাগড় থানায় যেখানে সুস্বাজ্জিত স্টেজ এ বিজয়ীদের অভ্যার্থনা জানানো হয় এবং এর পাশাপাশি পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এই ম্যারাথনে প্রথম স্থান অধিকার করেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপের সুভাশীষ ঘোষ, দ্বিতীয় মেদিনীপুরের শালবনির অমল মাহাতো ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন পাণ্ডুয়া থানার উৎপল মণ্ডল। বলাগড় থানার এএসআই অরবিন্দ দাস এই ম্যারাথনের সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন। বর্ণাঢ্য এই ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করে সমগ্র বলাগড়বাসী খুশিতে মেতে উঠেন।

বাগদার হেলেঞ্চায় সেল্ফ ডিফেন্স প্রোগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ পুলিশ জেলার বাগদা ব্লকের অন্তর্গত হেলেঞ্চা হাইস্কুল। গত ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি এই স্কুলের প্লে-গ্রাউন্ডে ২ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল এটিএস অ্যাকাডেমি পরিচালিত দ্বিতীয় সেল্ফ ডিফেন্স প্রোগ্রাম-২০২৫। আত্মরক্ষারমূলক এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে বিশেষ ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হেলেঞ্চা কলেজের অধ্যক্ষ ড.

চিত্তরঞ্জন দাস, এটিএস অ্যাকাডেমির সভাপতি তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক উত্তম কুমার সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিক্ষক অঘোরচন্দ্র হালদার, শিক্ষক বিষ্ণুবাবু, কলকাতার বিশিষ্ট তাইকন্ডো প্রশিক্ষক সন্দীপ চক্রবর্তী, সাংবাদিক অনুরুদ্ধ কীর্তনীয়া, অ্যাকাডেমির তাইকন্ডের প্রাক্তন ছাত্রী পম্পা মণ্ডল, বিশিষ্ট তাইকন্ডো প্রশিক্ষক প্রদ্যুৎবরণ দাস প্রমুখ। উপস্থিত অতিথিদের ব্যাচ, উত্তরীয় ও স্মারক প্রদানের মাধ্যমে বরণ করা হয়। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন যৌথভাবে অধ্যক্ষ ড. চিত্তরঞ্জন দাশ, অ্যাকাডেমির সভাপতি তথা সাংবাদিক উত্তম কুমার সাহা ও সমাজসেবী তথা শিক্ষক অঘোরচন্দ্র হালদার। বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, 'বর্তমান সময়ে ছাত্রছাত্রীদের সুস্বাস্থ্য বজায় রেখে দুস্কৃতিদের মোকাবিলায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে সেল্ফ ডিফেন্সের কোনও বিকল্প নেই।'

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষ পূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শত বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখার উদ্যোগে গত ২২ ফেব্রুয়ারি বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগার দপ্তরের ধীরেন্দ্রনাথ বেড়া ভবনে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং গ্রন্থবোধ ও গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থবোধ। এই সম্মেলনটির উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শেখ মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অধ্যাপক শুভেন্দু বারিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সচিব জয়দীপ চন্দ্র বর্ধমান জেলার প্রাক্তন গ্রন্থাগার আধিকারিক লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, জেলা গ্রন্থাগারিক মধুসূদন চৌধুরী প্রমুখ।

একরোখা কেন্দ্র

প্রথম পাতার পর

এই ধন্দ উপশমেই সদর্থক কথা শোনালেন শ্রীনিবাস ভুসারাপু। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, এটি একটি সর্বভারতীয় স্তরের সমস্ত নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প। কেন্দ্রীয় সরকার এর উদ্ভাবক। এটা দেশের মধ্যে সব প্রদেশে অবশ্যই আইনুসারে বলবৎ রয়েছে। আপনি এখানে নথিভুক্ত হতে চাইলে কারও ক্ষমতা নেই এটা আটকাবে। তিনি জানান, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ওয়েবসাইট সাইটে গিয়ে

একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আপনার আধার কার্ডের নম্বর দিয়ে ওটিপির সাহায্যে আপনি খুব সহজেই এখানে নথিভুক্ত হতে পারবেন কারও সাহায্য ছাড়াই। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ইতিমধ্যে সারা দেশের পঞ্চাশ কোটি নাগরিক এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে। এই রাজ্যে এমন নথিভুক্তের সংখ্যা এগারো কোটি। আপনি আর অপেক্ষা করবেন না। আজই নিজের প্রচেষ্টায় এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করুন ছোট্ট একটি নথিভুক্তকরণের মাধ্যমে।"

জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর: দ্রুত কালিয়াগঞ্জ-বুনিয়াদপুর রেলপথ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হতে চলেছে। পাশাপাশি বালুরঘাট-হিলি রেলপথ সম্প্রসারণে রেলপথ স্থাপনের কাজ দ্রুত শুরু হবে বলে জানালেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিন তিনি বলেন, 'রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে এই বিষয়ে জানানোর পর তিনি এদিন চিঠি দিয়ে জানান বালুরঘাট - হিলি রেলের জমি অধিগ্রহণ যতদূর পর্যন্ত হয়েছে সেই জমিতে লাইন পাতার কাজ শুরু করা হবে, বাকি জমি অধিগ্রহণের কাজ হবে।' অপরদিকে কালিয়াগঞ্জ-বুনিয়াদপুর রেল সম্প্রসারণে জমি অধিগ্রহণের টাকা বরাদ্দ করেছে রেল, দ্রুত জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হবে।

জেলা জুড়ে রোগীরা বিপাকে

প্রথম পাতার পর

এ প্রসঙ্গে বারাসত জেলা হাসপাতালের সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডল বলেন, 'অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন খুব বেশি নেই মাত্র কয়েকটি আছে। কিন্তু লাইনে রোগীর সংখ্যা প্রায় ৫০০। তবে এই ঘাটতিটা শুধু আমাদের জেলাতেই নয়, গোটা রাজ্যেই প্রায় এরকমই অবস্থা। কারণ এই ভ্যাকসিনটা পাঠায় দিল্লির যে সংস্থা তারা সরবরাহ বন্ধ রেখেছে।'

এবিষয়ে বারসত মেডিকেল কলেজের এমএসডিপি ডা. অভিজিৎ সাহা বলেন, জলাতঙ্ক ভ্যাকসিনের ঘাটতি গোটা জেলাতেই গত কয়েকমাস ধরে ছিল। একমাত্র বারাসত মেডিকেল কলেজেই সমস্ত উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সমস্ত জলাতঙ্ক রোগীকেই অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে গত কয়েক মাস ধরে। মাঝে দিন সাতেক ছিল না। আবার আমরা পেয়ে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে অর্ডার পড়ে গিয়েছে। জেলার সব লোডটা আমাদের কাছে চলে আসছে বলেই খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের নিজেদের পরিষেবার জন্য যা ছিল, তা যথেষ্ট। কিন্তু অন্যান্য ডিস্ট্রিক, মহকুমা ও গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে রোগী চলে আসায় আমরা ওভারবার্ডেন হয়ে যাচ্ছি। আগে আমরা একশো জনকে দিতাম। এখন ৫০০ জনকে দিতে হচ্ছে বলেই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। তবে অর্ডার পড়ে গিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি এসে যাবে এবং সমস্যাও মিটে যাবে।'

বড় বড় রোগ সারাচ্ছেন এক টাকার ডাক্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : গলায় স্ট্যাথো, চোখে চশমা, পরনে ট্রাউজার এবং অতিসাধারণ এক জামা, রোগী দেখছেন ডাক্তার এক টাকার ডাক্তার। তাঁর ভিজিট মাত্র এক টাকা। শুনে অবাক হচ্ছেন তো, বর্তমান দিনে যেখানে বড় বড় অংকের টাকার বিনিময়ে রোগীদের দেখেন ডাক্তাররা, সেই আগে দাঁড়িয়ে এক টাকা ভিজিটে রোগী দেখা?

প্রসঙ্গত বাঁকুড়া জেলার বাসিন্দা ডা: পি ধল্ল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.বি.এস পাস করে তিনি বক্ষ এবং হাঁপানি সংক্রান্ত রোগ বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েসেন কমপ্লিট করেন। তারপরে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগদান করার পর চলে সাধারণ মানুষের জন্য এক টাকার বিনিময়ে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা। যেখানে নানাভাবে ডাক্তারদের দোষারোপ করতে ব্যস্ত থাকতে আম জনতা, ডাক্তার মানেই অমানবিক টাকা চোষার মেশিন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞ ডা:পি.ধল্ল। সপ্তাহ ভোর ব্যস্ততার পর শুক্রবার সমর্পন করেন সাধারণ মানুষের জন্য, তার বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়ের বাসভবনে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত এক টাকার বিনিময়ে চলে রোগী দেখা। কিন্তু পারিশ্রমিক এক টাকা কেন, ডাক্তারবাবুর দাবি কোন কিছুর বিনিময়ে রোগীদের দেখতে হয় তাই কিছু না নিলেই নয় তাই ১ টাকা। বাঁকুড়া সহ পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান থেকেও মানুষ ছুটে আসেন তার কাছে। বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় এর বাসিন্দা ডা: প্রিয়তোষ ধল্ল জানাচ্ছেন, 'বর্তমান দিনে ডাক্তাররা পয়সার পিছনে ছুটছেন, ভগবানের আশীর্বাদ ধন্য বলে আমরা ডাক্তার হতে পেরেছি, তাই মানবিকতা টা থাকা একান্তই দরকার।' আগত রোগীরা জানাচ্ছেন তারা খবর পেয়ে এই ডাক্তারের কাছে ছুটে এসেছেন রোগ মুক্তির আশায়। বর্তমান যেখানে মানবিকতা একটা বিরক্ত প্রায় অধ্যায় এই জায়গায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ১ টাকার ডাক্তারবাবু প্রিয়তোষ ধল্ল।

বাংলায় পদ্ম ফোটাতে?

প্রথম পাতার পর

বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিম অঞ্চলে আরএসএসের কর্মী সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে। আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিজেপির সদস্য পদ গ্রহণের জন্য যে অভিযান চলছিল তা অনেকটাই থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু প্রতিবেশী বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে এই বঙ্গে। বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। পাশাপাশি আরএসএসেও যথেষ্ট কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে ক্রমশ। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরিসংখ্যান যদি আমরা দেখি তাতে চোখে পড়ছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট প্রাপ্তি ছিল ৪৫.৭৬ শতাংশ। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টির ভোট প্রাপ্তি ছিল ৩৮.৭৩ শতাংশ। অর্থাৎ ৭ শতাংশ ভোটে এগিয়েছিল শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ৭ কোটি ১২ লক্ষের মতো। সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা ৩ কোটির মত। অর্থাৎ হিন্দু হচ্ছে বঙ্গে ৭০ শতাংশ এবং সংখ্যালঘু হচ্ছে ২৯ শতাংশ। তবে পরবর্তী সময়ে অনুপ্রবেশের কারণে এই শতাংশের হিসাব আরো হেরফের হতে পারে। বর্তমানে শাসকদল আর ভারতীয় জনতা পার্টির যে প্রাপ্ত ভোট শতাংশ আছে। সেখান থেকে যদি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং বিজেপি ঐক্যবদ্ধ লড়াই করে ৩ থেকে ৫ শতাংশ ভোট যদি বৃদ্ধি করতে পারে। তাহলে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের আসন টলোমলো হয়ে যেতে পারে এই বঙ্গে। কারণ একটা জিনিস আমরা ক্রমশ লক্ষ্য করেছি বাম জমানায় আরএসএস বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে সেভাবে আমরা চোখে দেখিনি। বাম আমলে অনেক বিজেপি সমর্থকদেরই আমরা গোপনে তাদের আদর্শগত বই পড়তে দেখেছি নিষিদ্ধ সংগঠনের মত। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস বা মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় আসার পর ধীরে ধীরে বাম এবং কংগ্রেস বঙ্গ থেকে মুছে গেছে। কিন্তু ক্রমশ উত্থান হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং বিজেপির। গত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি হয়তো বিধানসভায় ক্ষমতায় আসতে পারেনি, কিন্তু ৭০-এর বেশি আসন নিয়ে তারও তো বিধানসভায় বিরোধীদলের তকমা পেয়েছে। এটাও কম কথা নয়। এখন দেখার আর এস এস নির্বাচনের জন্য কতটা ঝাঁপায় এবং বিজেপির সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক রেখে কতটা দলকে মজবুত করতে পারে। শুধু হিন্দুত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মন জয় করা যাবে না এটা আরএসএস তথা বিজেপি ও বোঝে। হিন্দু ঐক্যর সঙ্গে বাংলার উন্নয়ন বা নির্বাচনে ক্ষমতায় এলে বাংলার জন্য কি কি প্যাকেজ থাকবে সেটাও ফলাও করে প্রচার করা দরকার। আরএসএসের এক স্বয়ংসেবক জানিয়েছেন, 'আমরা উপলব্ধি করি বাংলার মানুষ হিন্দুত্ব বলতে বোঝে 'যত মত তত পথ'। তাদের মনে আস্থা জাগানোই আমাদের এখন মূল কাজ। তবে একতাও ঠিক হিন্দু বাঙালি অধ্যুষিত প্রতিবেশি আসাম এবং ত্রিপুরাতেও বিজেপির পতাকা জ্বলজ্বল করছে। মহারাষ্ট্র হরিয়ানা দিল্লিতে যদি আরএসএস পারে আমাদের বিশ্বাস এই বঙ্গেও আগামীদিনে আরএসএসের মাধ্যমেই পদ্মফুল ফুটবে।'

সুন্দরবন রক্ষা নিয়ে সচেতনতা স্প্যানের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ ফেব্রুয়ারি সুন্দরবনের বাসন্তী হাইস্কুলে ছাত্রছাত্র, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্থানীয় মানুষদেরকে নিয়ে সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ হলেন। শুধু অঙ্গীকারবদ্ধ নয়। তাঁদেরকে নিয়ে সুন্দরবন সম্পর্কিত এক বিশেষ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে ও স্প্যানের সহযোগিতায় সুন্দরবন বিভিন্ন প্রজেক্ট ওয়ার্ক এর মাধ্যমে সুন্দরবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। যেখানে দেশের মধ্যে ম্যানগ্রোভ অরণ্য কিভাবে জন্ম হল ? দেশের কোথায় কোথায় ম্যানগ্রোভ অরণ্য আছে? সুন্দরবনের ব-দ্বীপ কিভাবে গঠন হল? কিভাবে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের জন্ম হল? বিভিন্ন ম্যানগ্রোভের পরিচিতি, সুন্দরবনের জীবন জীবিকা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য, সুন্দরবনের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কিভাবে পড়ছে?সুন্দরবন কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?সুন্দরবনকে কিভাবে রক্ষা করা সম্ভব? স্প্যানের সহযোগিতায় ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন প্রজেক্ট ওয়ার্কের মাধ্যমে তা তুলে ধরার চেষ্টা করে। বিগত ২ বছর ধরে সুন্দরবন গবেষক অনিমেষ সিনহার

তত্ত্বাবধানে ছাত্রছাত্রীরা সুন্দরবনের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর জ্ঞান অর্জন করেছে। তিনি গত ৩০ অক্টোবর প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর শিক্ষা সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এবং সুন্দরবনকে রক্ষা করার অঙ্গীকার নিয়ে স্প্যান, স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও যুবদলের উদ্যোগে এই এক্সিবিশানের আয়োজন করা হয়। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা এই এক্সিবিশনের মাধ্যমে সুন্দরবনের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। আগামীদিনে যাতে সুন্দরবন সম্পর্কে আরো জ্ঞানলাভ করতে পারে ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্য গ্রামবাসীরা তার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্প্যানের কর্মকর্তারা।

আজও কাছারি বসান 'ভূতনাথ'

প্রথম পাতার পর

দেবতার ন্যায় সাধুকেও গ্রামবাসীরা পুজো করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে গ্রামবাসীদের সব বিপদের রক্ষাকর্তা হয়ে উঠেছিলেন এই বাকসিদ্ধ সাধু পুরুষ। সাধুর আগমনের পর থেকেই এই ঝিকুরবেড়িয়া এলাকার উন্নতি হতে থাকে। সেদিন ছিল চৈত্র মাস। প্রখর সূর্যের তেজ। বসেছে নীল গাজনের মেলা। হঠাৎ গ্রামবাসীরা দেখল ঢিপির উপর উপবিষ্ট সাধুর দেহ একেবারে নিস্পন্দ হয়ে আছে। সামনে জ্বলছে ধ্বুনি। গ্রামবাসীরা সাধু বাবার পদতলে হত্তে দিয়ে পড়ল। সবাই বাবা বাবা করে ডাকল। কিন্তু বাকসিদ্ধ সাধু পুরুষের কোন সাড়া শব্দ পেল না। সাধুর শরীর স্পর্শ করে বুঝল সাধুবাবা আর ইহ লোকে নেই তিনি ইহলোক ছেড়ে পরলোকে গমন করেছেন। গ্রামবাসীরা স্থির করলেন সাধুবাবাকে না পুড়িয়ে এই শ্মশানেই সমাধিস্থ করা হবে। তাই করলেন গ্রামবাসীরা। হঠাৎ কয়েকদিন পর ওই শ্মশানে ঘটে গেল একটি অলৌকিক ঘটনা। সাধু বাবার সমাধি থেকে জন্ম নিল একটি অশ্বত্থ গাছ। গ্রামবাসীরা স্বপ্ন পায় ওই গাছে কল্পতরু স্বয়ং সাধুবাবার প্রতি মূর্তি। স্বপ্নে সাধু বাবা বলেন, আমি এখানে আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব। আমি শিব শম্ভু স্বয়ং ব্রহ্ম তারকনাথ। আমি নন্দী-ভৃঙ্গি ভূতপ্রেত দৈত্য দানব ভৈরব কিন্নর এবং দেবগণকে নিয়ে প্রতিদিন গভীর রাতে এখানে কাছারি বসাবো। তোরা এক মনে আমায় ডাক আমি স্বপ্নে দেখা দেব। আমার কাছারিতে তোরা সুবিচার পাবি। তোদের রোগ শোক দুঃখ তাপ প্রভৃতি জ্বালা দূর হবে। আমার দ্বারা তোদের সকল কার্যসিদ্ধ হবে। কথিত আছে বাওয়ালি মন্ডল জমিদারদের এক গোমস্তা নাকি স্বচক্ষে দুদিন শনি ও মঙ্গলবার গভীর রাতে ভূতের কাছারির এই দৃশ্যটি দেখেন।

মূল বড় কাছারি ধামের ঢোকার মুখে রাস্তার বাঁদিকে আছে একটি বড় পুষ্করিণী। শান বাঁধানো পরপর দুটি ঘাট। এই ঘাটে অনেকে স্নান করে থাকেন। অনেকে এই পুষ্করিণীর জল শান্তি জল হিসেবে বাড়ি নিয়ে যান। অনেক তীর্থযাত্রী বড় কাছারি ধামে যখন ডালা পুজো দিতে যান তার আগে এই পুষ্করিণী থেকে মাটির ভাঁড়ে জল ভরে নিয়ে যান। বড় কাছারি ধামের অশ্বত্থ গাছের নিচে যে শিবলিঙ্গ এবং ত্রিশূলটি আছে সেখানে এই জল ঢালেন। অনেক মানুষের বিশ্বাস স্বয়ং শিব এই ঘাটে স্নান করতে আসেন। তাই রাত্রিবেলা মন্দির প্রাঙ্গণ এবং ঘাট সংলগ্ন এলাকায় কোন আলো জ্বালানো হয় না। এই স্থানটিকে আবার যোগী ধামও বলা হয়।

প্রতিবারের মতো এবছরও শিবরাত্রীর দিনে লক্ষ ল

লোক দেখানো বাজেটে ভুগছে শহর

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুরসভায় আগামী আর্থিক বছরের বাজেট পেশ হল ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি। এর পাশাপাশি চলতি বছরের বাজেট পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করেন ৩৮ জন যার মধ্যে এমন ১২ জন এবার বক্তব্য রাখলেন যারা পুর অধিবেশনে বিরোধীদের বিরুদ্ধে হৈ চৈ ছাড়া একটি কথাও বলেন না। এমনকি নিজের এলাকার সমস্যা তুলে ধরতেও তারা পিছপা।

যাই হোক, এবার আসা যাক পর্যালোচনার বিষয়ে। সংশোধিত বাজেটে দেখা গেল বরাদ্দ অর্থের বেশ কিছুটা অংশ খরচই করতে পারে নি কোনো দপ্তর। না, কোনো গাফিলতির জন্য নয়, খরচ করা যায়নি অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বা এমবারগো থাকার জন্য। অর্থাৎ বাজেটে দপ্তরগুলির জন্য লোক দেখানো বিপুল বরাদ্দ করা হলেও প্রায় ৪০ শতাংশ টাকা হাতেই পায় না দপ্তরগুলি। ফলে পড়ে থাকে পরিষেবার কাজ, কাজ করেও সঠিক সময়ে টাকা পায় না ঠিকাদাররা। তারা কোনো রকমে কাজ সেরে বিল করে। কর দিয়েও ভুগতে হয় কলকাতাবাসীকে। বিরোধী দলের পুর প্রতিনিধি সজল ঘোষ এলে সংখ্যা তত্ত্বের কারসাজি বলে

দপ্তর	বাজেট বরাদ্দ	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ
পানীয় জল সরবরাহ	৪৪৪ কোটি ৫৩ লক্ষ ২০ হাজার	২২১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৮০ হাজার
নিকাশি	৩৩৫ কোটি ৬৯ লক্ষ	২৬৬ কোটি ৯ লক্ষ ১৯ হাজার
সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩১৪ কোটি ২২ লক্ষ	১৯৮ কোটি ৬১ লক্ষ ৪৫ হাজার
বস্তি উন্নয়ন	২৩২ কোটি ৬৯ লক্ষ ৮০ হাজার	২০২ কোটি ৯২ লক্ষ ৭৮ হাজার
জঞ্জাল অপসারণ	৬৬৬ কোটি ৬৬ লক্ষ ৫০ হাজার	৫০৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৬৮ হাজার
স্বাস্থ্য পরিষেবা	১৮৬ কোটি ৫৫ লক্ষ	১৩৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৬৫ হাজার
আলোকায়ন	১৬৪ কোটি ৪৫ লক্ষ	১২৩ কোটি ৯৪ লক্ষ ৮৯ হাজার
উদ্যান ও বনায়ন	৪৬ কোটি ৩৫ হাজার	৩২ কোটি ২৯ লক্ষ ২৪ হাজার
ইন্টিগ্রেটেট বরো স্কিম	২৮ কোটি ৮০ লক্ষ	১৭ লক্ষ ৪৯ হাজার

উল্লেখ করেছেন।

পরিসংখ্যান বলে দিচ্ছে, প্রত্যেক দপ্তরের ক্ষেত্রে যা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছিল তা দেওয়া হয়নি। মূল বাজেট বরাদ্দের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে কলকাতা পৌরসংস্থা ২০২৪ –২৫ অর্থবর্ষে ১,৫২৩ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা বরাদ্দ আটকে দিল। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা পৌর পরিষেবাকে ব্যাহত না করে। পরিষেবা যদি ব্যর্থই না হয় তাহলে এত বেশি করে বাজেট বরাদ্দ করার অর্থ কী? আর যদি বরাদ্দই করা হবে তাহলে তা নিষেধাজ্ঞা করে আটকে দেওয়ার মানেটাই বা কী? পরিসংখ্যান এবং মহানাগরিকের বক্তব্য বলে দিচ্ছে পুরোটাই একটা লোক দেখানো ব্যাপার।

বিজেপি দলের পৌরপ্রতিনিধি সজল ঘোষ বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে বলেন, 'একদিকে দেখানো হচ্ছে ঘাটতি আবার আরেক দিকে দেখানো হচ্ছে উদ্বৃত্ত। তাহলে আমার প্রশ্ন যদি এতোই বাজেট উদ্বৃত্ত হয়, তবে ১০০ দিনের কর্মচারীরা শহরের সাফাই কাজ ধরে রাখা ব্যক্তিরা কেন মাসিক বেতন পায় না? পৌরসংস্থার চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের মাসিক বেতন কেন বাড়ানো হচ্ছে না? পৌরসংস্থার কনট্রাকটরদের শেষ তিন বছরের বিল আটকে রয়েছে কেন? বাজেট যদি উদ্বৃত্ত হয় তবে জিআরের টাকা দিচ্ছেন না কেন? নতুন করে কর্মী নিয়োগ করছেন না কেন? ভালো শিক্ষিত কর্মীরা চাকরি ছাড়ছেন কেন? মহানাগরিক যে কর্মীদের কাজের প্রশংসা করছেন, যাঁরা কোভিডের সময় প্রাণপাত করেছিল তাঁরা কেন পেনশনের জন্য মেয়রের কাছে হাত পাতবে? সাতটা পার্কিং কোম্পানি শেষ ১৭ বছর ধরে কলকাতায় রামরাজত্ব চালাচ্ছে। তারা অন্য কোনও কোম্পানিকে ঢুকতেও দেয়নি। কলকাতা পৌরসংস্থা পার্কিং ফিজ না বাড়ানো সত্ত্বেও মানুষকে কেন পার্কিং ফিজ আগের থেকে তিন–চার গুণ বেশি গুণতে হয়। একটা গাড়ির জায়গায় কোম্পানিগুলি চারটি গাড়ি রাখছে। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেই এটা হচ্ছে। বিশ্বরূপও বলছে উদ্বৃত্ত বাজেট। ওটা টিএমসি থাকতে গেলে বলতে হয়।'

অবৈধ নির্মাণের শুনানি অনন্তকাল নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম পৌর মহাধ্যক্ষ ধবল জৈনকে অবৈধ নির্মাণের শুনানি সংক্রান্ত নতুন নির্দেশিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী কোনও বেআইনি নির্মাণের নিউ মার্কেটস্থিত মিউনিসিপ্যাল কোর্টের শুনানিতে আবেদনকারী এবং অভিযোগকারী উভয়পক্ষ যদি পরপর ৩টি শুনানিতে অংশ না নেয়, তাহলে সেই শুনানি বন্ধ করে রায় দিতে হবে। সম্প্রতি সরশুনার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যানার্জী পাড়ার এক বাসিন্দা ফোনে মেয়রকে জানান, 'বেআইনি নির্মাণের জন্য পৌরসংস্থা নোটিশ দিয়েছিল। তারপর শুনানির জন্য ডাকলে অভিযুক্তরা পরপর ৩টি শুনানিতে আসেনি। ফলে বারংবার শুনানি পিছিয়ে যাচ্ছে। আর সেই ফাঁকে অভিযুক্তরা বাড়ি তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ফোনে এ কথা শুনেই ক্ষোভ প্রকাশ করে মহানাগরিক বলেন, 'এভাবে দিনের পর দিন শুনানি চলতে পারে না। এতে অবৈধ নির্মাণকেই প্রশয় দেওয়া হয়। অভিযোগকারীর সুরাহা পেতে সময় লাগে।' তিনি জানান, 'সেজন্যই পৌর মহাধ্যক্ষ এক নির্দেশিকা জারি করলেন। পরপর ৩টি শুনানিতে না এলে হিয়ারিং অফিসার অবৈধ নির্মাণ ভাঙা বা সেই সংক্রান্ত নির্দেশ দিয়ে দেবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অবৈধ নির্মাণ নিয়ে শুনানিতে বিবদমান দুপক্ষ হাজির না হলে বা কোনও একপক্ষ নিয়মিত অনুপস্থিত থাকলে কী করা হবে, তা নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও নির্দেশ স্পষ্টভাবে এতদিন ছিল না। এক পৌরকর্তা বলেন, 'আর অবৈধ নির্মাণকারীদের একাংশ এই সুযোগ নেন। ফলে শুনানি চললেও, অন্যদিকে পৌরসংস্থার নোটিশ অগ্রাহ্য করে বেআইনি নির্মাণের কাজও চলতে থাকে। আইনের সেই ফাঁক বন্ধ করতেই মেয়র উদ্যোগী হয়েছেন।'

বার্তা

শিবশক্তি : খিদিরপুরের ভূকৈলাস মন্দিরের শিবরাত্রি পালন। **ছবি :** সুশান্ত নাথ

অভুক্ত : খাদ্যের সন্ধানে লোকালয়ে। **ছবি :** সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী

খোঁজ : ফাগুনের পড়ন্ত বেলায় মাতলার বুকে মাছের সন্ধান। **ছবি :** প্রণব গুহ

প্রণব জয়ন্তী শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের ১৩০ তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে দক্ষিণ কলকাতায় এক বিরাট বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হল। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন অশ্বারোহী সন্ন্যাসীবৃন্দ। কয়েক হাজার ভক্ত, ছাত্র–ছাত্রী বিভিন্ন স্কুল কলেজ, ক্লাব, মিলন মন্দির থেকে অংশ নেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু মানুষ এই পদযাত্রায় পা মেলান। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া থেকে আদিবাসী ধামসা মাদল এবং ব্যায়ামবীর ও বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি শোভাযাত্রায় বিশেষ আকর্ষণ ছিল। গত সোমবার বেলা দেড়টা নাগাদ কলকাতার বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান কার্যালয়ের সামনে থেকে এই শোভাযাত্রা শুরু হয়। তারপর রাসবিহারী এভিনিউ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, আশুতোষ মুখার্জী রোড, রমেশ মিত্র রোড, শরৎ বোস রোড, হাজরা রোড হয়ে আবার বালিগঞ্জে এসে শেষ হয়। বালিগঞ্জ থেকে শোভাযাত্রার সূচনা করেন সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর সুদর্শনা মুখার্জি।

স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ জানান, স্বামী প্রণবানন্দ জয়ন্তী ও শিবরাত্রি উপলক্ষে এই শোভাযাত্রা। আগামী মঙ্গল ও বুধবার ২দিনব্যাপী হিন্দুধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে এ উপলক্ষে সংঘের প্রধান কার্যালয়ে। সেখানে বহু বিশিষ্ট মানুষ বক্তব্য রাখবেন। শিবরাত্রি উপলক্ষে ভক্তদের যাতে শিবের পূজা করতে অসুবিধা না হয় তার জন্য সংঘের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ভক্তদের সহযোগিতায় থাকবেন সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকরা।

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

বাড়ির মেরামত বিষয়ে কলকাতা পুলিশ জানে না : ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার অধিকাংশ পৌরবাসী বর্তমান সময়ও জানে না, বাড়ির মেরামত সংক্রান্ত বিষয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে কলকাতা পৌরসংস্থা বা কলকাতা পুলিশের অনুমোদন লাগে না। কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দপ্তর মেয়র পারিষদ তথা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'কলকাতা পুর আইন, ২০০৯ ধারা ৩–এর ২ উপধারা অনুযায়ী বাড়ি অথবা দোকানের মেরামতি করার জন্য নির্ধারিত কাজগুলির ক্ষেত্রে কলকাতা পৌরসংস্থা অনুমতি বা কলকাতা পুলিশের অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই। কলকাতা পুর আইন ২০০৯ ভঙ্গ না করে ঘরের ভিতরকার দেওয়াল তৈরি অথবা মেরামত করা যেতে পারে। বাড়ির ছাদের চারদিকে দেড় মিটার পর্যন্ত উচ্চতার দেওয়াল এবং কার্নিশ ৬০ সেন্টিমিটারের বেশি হবে না। তবে এই কার্নিশ কোনও অবস্থাতেই রাস্তার ওপর বাড়ানো যাবে না। সিঁড়ি বা লিফটের মেরামতি করা যেতে পারে, সেজন্য কোনও অনুমতির প্রয়োজন নেই। ঘরের ভিতরের বা বাইরের চুনকাম বা রঙ করা যেতে পারে। সেজন্যও কোনও অনুমতির প্রয়োজন হয় না। ছাদের চরিত্র পরিবর্তন না করে ক্ষতিগ্রস্ত ছাদের ছোটোখাটো মেরামত করা যেতে পারে। তবে পুরনো ঢালাই ফেলে দিয়ে নতুন করে ঢালাই করতে গেলে 'স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের' শংসাপত্র আবশ্যিক। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, আলো ও ফলস্ সিলিং নির্মাণের জন্য কোনও অনুমতি লাগে না। ঘরের ভিতর বা বাইরের দেওয়ালে প্লাস্টার করার জন্য, ঘরে নতুন দরজা–জানালা ভেন্টিলেটর বসাতে অনুমতি লাগে না, তবে তা বিপরীত বাড়ির জানলার মুখোমুখি যেন না হয়। ঘরের ক্ষতিগ্রস্ত পিলার বা বিম মেরামতি করতে, পূর্ব নির্মিত পানীয় জলের লাইন বা নিকাশি নালার লাইন বা অন্য আবশ্যিক পরিষেবার মেরামতি বা উন্নতিকরণের জন্য, বাড়ির সামনের পাঁচিল মেরামত করতে কলকাতা পৌরসংস্থা বা কলকাতা পুলিশের অনুমতি লাগে না।' এদিকে, ১৭ জানুয়ারি ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি মহেশ কুমার শর্মার এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মহানাগরিক ওই পৌর প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেন বাড়ির বা দোকানের মেরামতি সংক্রান্ত এই নিয়মকানুন বিষয়ের একটি ছবি তুলে নিয়ে কলকাতার বড়বাজার পুলিশ স্টেশনে দিয়ে দেবেন যে, এগুলির ক্ষেত্রে কলকাতা পুলিশের কোনও অনুমতি লাগে না।

কালক্ষেপ : কেটে গেল প্রায় ১ বছর। মন্থর গতিতে চলছে কালীঘাটে মায়ের ঘাটের কাজ। **ছবি :** সুমন সরদার

সাইনবোর্ডের শুরুতে বাংলা বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাণিজ্যিকসহ যাবতীয় সাইনবোর্ড ও বিজ্ঞাপনীর হোর্ডিংয়ে ইংরেজি, হিন্দি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষাতে লেখাও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গত ২৬ নভেম্বর এবিষয়ে বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করতে পৌরসংস্থা সঠিক কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছে? নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা ধার্য করা হবে কী? উত্তর কলকাতার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ইলোরা সাহার উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরের শুরুতেই মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম প্রশ্নটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলে জানান।

তিনি বলেন, 'ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাদের দেওয়া সাইনবোর্ড ও বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং চিহ্নিত করার যেকোনও ভাষার প্রথমে বাংলা ভাষায় লেখা বাধ্যতামূলক। এই ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করার জন্য কলকাতা পৌরসংস্থার তরফে বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ৫টি বাংলা সংবাদপত্রে জনস্বার্থে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। কেএমসির মহাধ্যক্ষের তরফ থেকে কলকাতা পুলিশের নগরপালকে চিঠি দিয়ে কেএমসির সিদ্ধান্তটিকে জানানো হয়েছে। নামফলকে বাংলায় লেখা কার্যকর করতে পৌরসংস্থার তরফে ২৬ নভেম্বর কলকাতা পুলিশের প্রধান কার্যালয় লালবাজারে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কেএমসির অন্তর্ভুক্ত থানাগুলির মাধ্যমে নজরদারি করার অনুরোধ করা হয়েছে। পৌরসংস্থার মহাধ্যক্ষের তরফ থেকে একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে, সকল দপ্তরের আধিকারিকদের জানানোর জন্য। পৌরসচিবের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত কলকাতার ট্রেডার অ্যাসোসিয়েশনকেও অবগত করা হয়েছে। ট্রেড লাইসেন্স, বাজার, বিজ্ঞাপন দপ্তরকে এই সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।'

তবে এটা ঠিক যে, কোনও সময়সীমা এখনও কলকাতা পৌরসংস্থা দেয়নি। কারণ কলকাতা পৌরসংস্থা চাইছে মানুষ আমাদের নিজেদের বাংলাভাষাকে পড়ুক। যেটা নিয়ে আমরা সকলে গর্বিত। সেই ভাষাটাকে মানুষ নিজেই থেকে গ্রহণ করুক। দুমাসের বেশি সময় দেওয়া হল। এখন কতদূর মানুষ গ্রহণ করলো তা দেখতে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে অভিযান শুরু হবে।

এদিকে বিজেপি পৌরপ্রতিনিধি সজল এবিষয়ে বলেন, 'কলকাতা পৌরসংস্থার বিবিধ নথিসহ সবরকম চিঠিপত্র ও বিজ্ঞপ্তি বাংলাতে লেখা আগে দরকার। বাম আমলে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক থাকাকালীন কলকাতা পৌর এলাকার দোকান, রেস্তোরাঁর নামফলকে সঠিক বানানে বাংলা লেখা বাধ্যতামূলক করার কথা ঘোষণা করে ছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি।'

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

ঐতিহ্যবাহী শ্রীখণ্ড হাইস্কুল

সরকারি উদাসীনতার শিকার

দেবাশিস রায়

শতাধিক বছরের শ্রীখণ্ড উচ্চ বিদ্যালয়ে নানাবিধ পরিকাঠামোর অভাবে সমস্যায় ভুগছে শত শত পড়ুয়া। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কাটোয়া ১ নং ব্লকের ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুবিশাল প্রাচীন জনপদ শ্রীখণ্ড। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম পার্শ্বস্থ অনুচর নরহরি বিলাস ঠাকুরের জন্মস্থান এই গ্রামেই। যে কারণেই শ্রীখণ্ড গ্রাম অন্যতম প্রধান বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র রূপে দেশ–বিদেশে পরিচিত। এমনতর ইতিহাস প্রসিদ্ধ জনপদে অবস্থিত হয়েও ঐতিহ্যবাহী শ্রীখণ্ড হাইস্কুল দীর্ঘদিন ধরে নানাবিধ বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়ন নিয়ে রাজ্য সরকারের বিস্তর ঢক্কানিনাদ জনসাধারণের প্রশ্নের মুখে। ১৯০৮ সালে স্থাপিত এই স্কুল। স্কুলটির উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শুধুমাত্র কো–এড পর্যায়ে পঠনপাঠন হয়। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ৮০০। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কলা এবং বিজ্ঞান বিভাগে পঠনপাঠনের সুযোগ রয়েছে। এখানকার পড়ুয়াদের মধ্যে বেশিরভাগই সমাজের তৃণমূল স্তরের এবং প্রায় ৪৮ শতাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। শ্রীখণ্ড গ্রামের পাশাপাশি কদমপুকুর, চন্দ্রকোটা, গাঙ্গুলিডাঙা প্রভৃতি গ্রামের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়াশোনার জন্য আসে। স্কুলের মাঠ খুব বড়ো নয় এবং পড়ুয়া অনুপাতে ক্লাসরুমগুলিতে পর্যাপ্ত জায়গার যথেষ্টই অভাব রয়েছে। সুষ্ঠুভাবে পঠনপাঠনের সুবিধার্থে আরও কিছু শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন বলে পড়ুয়া থেকে শুরু করে শিক্ষকদের অভিমত। স্কুল চত্বরেই পুরনো আমলের সুবিশাল একটি বিল্ডিং দীর্ঘদিন যাবৎ জীর্ণদশাপ্রাপ্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে; যা কিনা বাইরে থেকে এক লহমায় দেখে সহসা বোঝা যায় না। পুরনো বিল্ডিং জুড়ে অসংখ্য ক্লাসরুমে বিপজ্জনক ফাটল। মাঝেমধ্যেই সেখানে সাপ সহ বিষাক্ত কীটমাকড়ের উপদ্রব হয় বলে অভিযোগ। জরাজীর্ণ বিল্ডিংয়ের ডজনখানেক ক্লাসরুম এখন অতীতের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। পড়ুয়াদের খেলাধুলার জন্য স্কুলের নিজস্ব কোনও মাঠ নেই। বাধ্য হয়ে স্কুল চত্বরেই তাদের কোনওভাবে খেলায় মেতে উঠতে হয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় একসময় স্কুলে নতুন বিল্ডিং তৈরি হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ক্লাসরুমে পড়ুয়াদের পর্যাপ্ত জায়গার অভাবটা রয়েই গিয়েছে। ফলত স্কুল কর্তৃপক্ষ বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জীর্ণ বিল্ডিংটির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নতুন একটি বিল্ডিং তৈরির প্রস্তাব জমা দিয়েছে। সেই আবেদন নিবেদনের প্রক্রিয়াও দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত। গড্ডলিকা প্রবাহে দফায় দফায় সরকারি পর্যায়ে স্কুলে কিছু কিছু পরিদর্শন, সমীক্ষার পর ফাইল চালাচালি হয়েছিল। কিন্তু, ওই পর্যন্তই! তারপর সময়ের নিয়ম মেনে বছর ঘুরে গেলেও সরকারি পর্যায়ে আর কোনও ভ্রূক্ষেপ কিন্তু চোখে পড়েনি। শতাব্দী প্রাচীন স্কুলগুলিতে একসময় লাইব্রেরিয়ানের তত্ত্বাবধানে একটি লাইব্রেরি দেখা যেত। যেখান থেকে পড়ুয়ারা তাঁদের পছন্দ মতো বই সংগ্রহ করার সুযোগ পেত। বর্তমানে সেই লাইব্রেরির জায়গাটা স্থান সঙ্কুলানের ধাক্কায় অল্পস্বল্প পুস্তক সম্ভার নিয়ে 'বুকস কর্নার' নামে পর্যবসিত হয়েছে। সেই বুকস কর্নারে লাইব্রেরিয়ানের পরিবর্তে দায়িত্বটা পালন করে থাকেন স্কুলেরই কোনও কোনও শিক্ষক। শ্রীখণ্ড হাইস্কুলেও এরকম একটি বুকস কর্নার আছে। প্রায় ৮০০ পড়ুয়ার জন্য স্কুলে ১৬ জন শিক্ষক রয়েছেন। এছাড়াও দুজন 'গ্রুপ ডি' স্টাফ এবং ১জন ক্লার্ক আছেন। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগে ল্যাবরেটরির সুবিধা সহ পঠনপাঠনের সুযোগ থাকলেও পড়ুয়ার সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য। স্কুলের সহকারী শিক্ষক মহম্মদ সারাফত হোসেন বলেন, 'স্কুলের পুরনো বিল্ডিংটি পরিত্যক্ত। সেখানে ক্লাস হয় না। নতুন একটি বিল্ডিংয়ের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। সরকার দ্রুত পদক্ষেপ করলে ছাত্রছাত্রী সহ সকলেরই সুবিধা হবে। সেইসঙ্গে একটি খেলার মাঠেরও খুব প্রয়োজন।' স্কুলের প্রধান শিক্ষক কাঞ্চন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'স্কুলে পর্যাপ্ত রুমের অভাব আছে। পুরনো বিল্ডিংয়ের বিরাট অংশজুড়ে ফেটে গিয়েছে। নতুন বিল্ডিংয়ের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। প্রশাসনিক পর্যায়ে একাধিকবার পরিদর্শন হয়েছে। আমি নিজেও স্কুল সর্বশিক্ষা মিশন স্টেটে গিয়েছি। কমিশনার অব স্কুল এডুকেশনে জানিয়েছি। এবিষয়ে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে একবছর হয়েও গেল। প্রায় কোটি টাকার ব্যাপার তো। এখনও পর্যন্ত আশা কিছুই দেখছি না।'

দেওয়ালে সহজপাঠ খেলাধুলায় দাগ কাটছে ইসবপুর বিদ্যালয়

অভীক মিত্র : বিদ্যালয়ের দেওয়ালে ফুটে উঠেছে সহজপাঠ পাশাপাশি খেলাধূলায় জেলায় দাগ কাটছে বীরভূম জেলার প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগর ব্লকের চন্দ্রপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ইসবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। ইসবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার সহ গোটা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ফুটে উঠেছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজপাঠ। বর্তমানে বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ৭০ জন এবং শিক্ষক ২জন আছেন। পড়ুয়াদের মনের আঙিনায় প্রবেশের লক্ষ্যে পাশাপাশি বিদ্যালয়ে প্রবেশের সময় খুদে পড়ুয়ারা একবার পড়া ঝালিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে বলে এই উদ্যোগ বলে বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে। পড়ুয়াদের

প্রার্থনাস্থলে মনীষীদের বানী ও গান দিয়ে দেওয়াল ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শাকসবজি চাষ করা হয়। সেই শাকসবজি মিড–ডে–মিলে রান্না করে খাওয়ানো হয়। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২০২৪ সালের ১ জুলাই ৭৫ বছর পূর্তি (প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী) পালন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরজিৎ মণ্ডল বলেন, লকডাউনের সময় দুয়ারে বিদ্যালয় করার সময় আমরা ভেবেছিলাম বিদ্যালয়ের দেওয়ালে পঠনপাঠনের বিষয় তুলে ধরা হলে বিদ্যালয়ে আসার বিষয়টি পড়ুয়াদের কাছে আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে সেই চিন্তাভাবনা থেকেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। শ্রেণীকক্ষে পড়ার পাশাপাশি পাঠ্য বিষয়ের ছবি দেওয়ালে দেখলে তাদের বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে। ইসবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র শুভদীপ বাউড়ি বালক ক বিভাগে দীর্ঘলম্ফনে সিউড়ি মহকুমা ২০২৫ সালের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছে।

বেহালা অণুদর্শীর ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন

কৃষ্ণ চন্দ্র দে

স্থান তৃপ্তি মিত্র সভাঘর। নাট্য অ্যাকাডেমি

বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ তৃপ্তি মিত্র সভাঘরে বেহালা অণুদর্শী উদযাপন করল ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস। উদ্বোধনী সঙ্গীত নিবেদন করলেন মৌসুমি পাল। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত মনকে মুহূর্তে জাগিয়ে দিয়ে যায়। সকলের মনকে ছুঁয়ে গেল। তারপর দলের কর্ণধার সুমনা চক্রবর্তী উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠানকে অনেক উচুতারে বেঁধে দিলেন। সুমনা বললেন আমাদের স্বাধীনতা অনেক রক্ত ঝরানোর বিনিময়ে শহিদ আত্মবলিদানে অনেক কষ্ট ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যা আমরা পেয়েছি, সেই স্বাধীনতার যোগ্য উত্তরসুরি আমরা আপামর ভারতবাসী হতে পেরেছি কী? আজ আমরা একরকম নানা দুর্নীতি থেকে শুরু করে আত্মহননে মত্ত হয়ে আছি। আজও অভয়ারা বিচার পায় না। বিচারের বানী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। আমরা আর কত সহ্য করবো? প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবো? তবে সাম্প্রতিককালে ১৪ আগষ্ট প্রমাণ হয়ে গেছে বাঙালি প্রতিবাদ – ভোলেনি। তারা শীতঘুমে আর থাকতে পারবে না।

সারা ভারত এমনকী ভারতের বাইরের বহুদেশ প্রতিবাদে শামিল হয়েছিল। বহু জনতা একসাথে রাত দখল কর্মসূচিতে নিজেদের শামিল করে দেখিয়েছিল আমরা আর চুপ থাকবো না। মনে বড় ভরসা জাগিয়েছে।

এরপর রাজা ভট্টাচার্য্য স্বাধীনতার উপর একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনালেন। এরপর অণুদর্শীর আমন্ত্রণে তিনটি দল ভিন্ন ভিন্ন সাধের নাটক মঞ্চস্থ করেন। প্রথমে পূর্ব সিঁথি নাট্য সৃজনী নিবেদিত নাটক কলকাতার সক্রেটিস মঞ্চস্থ করেন। নাট্যকার সুভাষ সেনগুপ্ত নির্দেশনায় ইন্দ্রজিৎ পাল। দার্শনিক সক্রেটিসের মতোই একজন চালচুলোহীন অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ পথে পথে ঘুরে বেড়ান, মানুষের প্রগতি প্রকৃতি লক্ষ্য করেন, তাদের অভাব অভিযোগের, অশান্তির কথা শোনেন, তাদের প্রকৃত বন্ধুর মতো সমাধানের রাস্তা দেখান। এভাবেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু পরিস্থিতির শিকার হয়ে একদিন আততায়ীর হাতে প্রাণ দেন। সকল মানুষ চোখের জলে বিদায় জানায় তাদের প্রিয় মানুষটাকে।

দ্বিতীয় নাটক মাচার মানুষ প্রযোজিত সকাল পাখি। নাট্যকার ও পরিচালক সোহম চট্টোপাধ্যায় আর আমাদের মধ্যে নেই। তার হত ভাগ্য মা ও বাবা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও সুচরিতা বড়ুয়া চট্টোপাধ্যায় সেদিন উপথিত ছিলেন। নাটকটি বেশ কিছুটা আঙ্গিক ধর্মী ও মূকাভিনয় সমৃদ্ধ। সমাজের মানুষের মানসিক ক্রাইসিস সম্পর্কে বলে। শেষ নাটকটি খড়দহ থিয়েটার জোন নিবেদিত 'আর্পণ' এটি একটি একক প্রযোজনা। নির্দেশনা ও অভিনয়ে সুপর্ণা সেনগুপ্ত। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান স্বেচ্চায় দেশ সেবার জন্য সেনা বিভাগে কাজ নিয়েছে। গর্বিত মা তাকে অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু কার্গিল যুদ্ধে সে প্রাণ হারায়। তার মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসছে সেন বাহিনীর জাওয়ানরা। দীর্ঘ বছর পর মা তার ছেলেকে স্বাগত জানানোর তোড়জোড় করছেন। হাহাকার চেপে রেখে মা গর্বিতভাবে দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ ছেলেকে শেষ শ্রদ্ধা ও স্যালুট জানান। সুপর্নার মর্মস্পর্সী অভিনয় উপস্থিত দর্শকের চোখ ভিজিয়ে দেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত এক দর্শক একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শাশ্বতী দাসগুহ অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে স্বকণ্ঠে ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা গানটি গান এবং উপস্থিত সকলেই সাথে সাথে কণ্ঠ দান করেন। আমরা সকলে আপ্লুত হই।

এ ধরনের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান যত বেশি হবে ততই দর্শক তৈরি হবে। বর্তমানে নাটকের কিছু ভাল দর্শক দরকার। তাদের উপস্থিতিতে শিল্পীরা অভিনয়ে করে তাদের মনের খোরাক পেয়ে আরও উদ্বুদ্ধ হতে পারেন। নাটক সবসময়েই দর্শকের উদ্দেশ্যেই সমর্পিত হয়। কথায় বলে জনতা জনার্দন। এদিনের অনুষ্ঠান বেশ ভাবগম্ভীর পরিবেশে উপস্থাপিত হয়ে অনুষ্ঠানের মান মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখল এটা বেশ ভাল লাগলো। শুধু আশা রাখবো প্রতি বছর যেন সুমনা তরা নাট্যদল নিয়ে এ ধরনের ছোট ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দর্শকবৃন্দকে মোহিত করে। এটাও নাট্যদলের একটা পরম কাজ ও কর্তব্য। (তবে এটা সত্যি বেহালা অণুদর্শী মাঝে মাঝেই এই ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দর্শক বৃন্দকে মোহিত করে। এটাও নাট্যদলের একটা পরম কাজ ও কর্তব্য) তবে এটা সত্যি বেহালা অণুদর্শী মাঝেমাঝেই এই ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেই থাকে। অনেকের সাথে সুমনা এক সাথে চলতে পারে কাজও করতে পারে। বিভিন্ন সময়ে সুমনা নাটকের সমবেত প্রয়াস নামদিয়ে অনেক নাট্যোৎসবের আয়োজন করে থাকে। সুমনা নাটক নিবেদিত প্রাণ।

উপসংহারে একটা কথা বলতে চাই– নাটককে প্রতিবাদী হয়ে উঠতেই হবে। কোনও সরকারের তরফদারি করা নাটকের কাজ নয়। তারদায় বদ্ধতা শুধু শিল্প কলাও বৃহত্তর সমাজের প্রতি। কোনওরকম চাটুকারিতা নাটকের দরকার হয় না। নাটক যে দিন আত্মরক্ষার বর্ম খুঁজে বেড়াবে সেদিন তার মৃত্যু ঘটবে। তাই বলছি ভাই সকলকে নিয়ে বেঁধে বেঁধে থাকুন। একসাথে চলুন এবং সকলের সাথে মাঝে মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করুন,এতে সামগ্রিকভাবে নাট্য সমাজেরই কাজ হবে। মনে রাখতে হবে একলা চলার দিন আর নেই। হাল ছেড়ো না বন্ধু আরো কণ্ঠ ছাড়ো জোরে। সমবেত কণ্ঠকেই সকলে গুরুত্ব দেয়। আমি শুধু কাঠবিড়ালির ভূমিকাটা নিয়েই যাব। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী সবদলকেই সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় দলের পক্ষ থেকে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

শ্রেয়সী ঘোষ : ইস্ট কোলকাতা কালচারাল অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে গত ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হল শ্রীভূমির মানিক্য মঞ্চে। প্রতীকি শহীদ বেদীতে পুষ্প অর্পণ করলেন উপস্থিত অভ্যাগতরা। শুরুতেই ভাষা শহীদ এবং সম্প্রতি প্রয়াত গায়ক প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের জন্য নীরবতা পালন করা হয়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড.শঙ্কর ঘোষ ও অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ মণ্ডল। তাদেরকে বরণ করে নেন সংস্থার সম্পাদক নির্মল সিকদার। দুটি অসাধারণ উপস্থাপনা ছিল এদিনের অনুষ্ঠানে। প্রথমটি

গীতি আলেখ্য একুশ তুমি এবং অপরটি শ্রুতি নাটক মা। দুটিই পরিচালনা করলেন সংস্থার প্রাণপুরুষ ধনঞ্জয় আঢ্য। অংশগ্রহণ করেছিলেন ইকোর সভ্য সভ্যারা। গীতিআলেখ্যটির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন সুরজিৎ আচার্য মিত্র। এছাড়া একক সংগীত পরিবেশন করেছেন চুমকি সুলতা মুখার্জি, অজন্তা কুন্ডু। আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করলেন লোপামুদ্রা সরকার ও উৎপল ঘোষ। সামগ্রিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন ধনঞ্জয় আঢ্য। সঞ্চালনার গুরুদায়িত্ব সামলেছেন মধুমিতা মোদক।

তপন থিয়েটারে ৫দিন ব্যাপী সরস্বতীর নাট্যোৎসব

পৃথ্বিরাজ

গত ৮ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার তপন থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হল সরস্বতী নাট্যোৎসব। আয়োজক সংস্থা নেতাজী নগর সরস্বতী নাট্যশালা। কলকাতা সহ অন্যান্য জেলার মোট ১৩টি নাট্যদল এই উৎসবে তাদের নাটক পরিবেশন করলেন। যেমন হাওড়া স্বপ্নসৃজন প্রযোজিত তিমিরের খোঁজে, অন্বেষক নাট্যদলের অন্তহীন, তিলজলা ঋতুর কেন এমন হয়, মৃচ্ছকটিক প্রযোজিত দে দে পেয়ার দে, অনীক প্রযোজিত হারিয়ে যাওয়া বন্ধুরা, টালিগঞ্জ রঙ্গব্যঙ্গ অদ্বিতীয়ার হাসিতে ফাঁসিও না, রানীকুঠি আঙ্গিকের তথ্যযুগ, সংকেত দ্য থিয়েটার গ্রুপের ফসিল, খিদিরপুর রং–বে–রং এর একাকী, কালিন্দী নাট্যসৃজনের পটের বিবি, রাজডাঙ্গা দ্যোতক প্রযোজিত মৃত্যুর জন্মদিন, নটসেনা প্রযোজিত অগা, অঙ্গন বজবজ সংস্থার নাটক স্বপ্নমিছিল মঞ্চস্থ হয়। বলাবাহুল্য দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় নাট্য উৎসব সরস্বতী নাট্যোৎসব এ বছর অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করল। ৮ ফেব্রুয়ারি দুপুর তিনটেয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে নাট্যোৎসবের শুভ সূচনা করেন ডক্টর হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায় (সদস্য সচিব পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা একাডেমী), অভিজিৎ চ্যাটার্জী (প্রশাসনিক কর্মকর্তা পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র), সত্যপ্রিয় সরকার (নাট্যব্যক্তিত্ব), জয়িতা লাহা (সম্পাদক, সরস্বতী নাট্যশালা), সন্তু সাধুখাঁ (নাট্যব্যক্তিত্ব), প্রভাত শ্যারন (নাট্যব্যক্তিত্ব)। এইদিন সরস্বতী নাট্যশালা প্রবাদ প্রতীম নাট্য ব্যক্তিত্ব সত্যপ্রিয় সরকারকে সরস্বতী নাট্য সম্মানে সম্মানিত করেন। উৎসবের শেষ দিন ১২ ফেব্রুয়ারি একটি মনোজ্ঞ নাট্য আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল সরস্বতী নাট্যশালা। বিষয়: সাম্প্রতিক নাটকে বিষয় ভাবনা ও প্রযুক্তির ব্যবহার। বক্তা ছিলেন প্রেমাঞ্জন দাশগুপ্ত, সত্যপ্রিয় সরকার, সুপর্ণা ভট্টাচার্য। সমগ্র আলোচনা সভাটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সুশান্ত মজুমদার। দলের সম্পাদক জয়িতা লাহা বলেন, 'আমরা কৃতজ্ঞ ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে যাদের আর্থিক অনুদান ছাড়া এই বৃহৎ নাট্য উৎসবের আয়োজন করা সম্ভব ছিল না।'

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির নাটক সত্যম শিবম সুন্দরম

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত সামালি মনসাতলায় অবস্থিত নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি গত ৭৫ বছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে সাধারণ মানুষের স্বার্থে। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা মাঙ্গলিকী সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের স্বার্থে সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্য প্রশিক্ষণ এবং সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। সম্প্রতি মাঙ্গলিকী নাট্যদল গঠন করা হল। মাঙ্গলিকীর প্রথম প্রযোজনা একাঙ্ক নাটক সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম। রচনা বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালনায় শুভাশিস চক্রবর্তী। বর্তমানে মহড়া চলছে। খুব শীঘ্রই কোন মঞ্চে নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।

বড়োমা এর রাজত্বে অলৌকিক ঘটনায় কাপালিকের আগমন। প্রকাশ্যে বিশ্বরুপ বিশ্বাস এর চমকে দেওয়া লুক। পুজোতে আসছে বানসারা।

বিখ্যাত পুনশ্চ প্রকাশন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শংকরীভূষণ নায়েকের স্মরণসভা 'তোমারি অমৃত পরশ' অনুষ্ঠিত হল মহাজাতি সদনে। তাঁর সংগ্রাম ও কর্মময় জীবন নিয়ে আলোকপাত করেন বহু বিশিষ্ট লেখক, চিকিৎসক, বিভিন্ন প্রকাশক ও শিল্পী। শংকরী ভূষণ বাবুর নাতি নাতিরা 'হও ধর্মেতে ধীর হও কর্মেতে বীর' সংগীতের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নিজস্ব চিত্র

পুস্তক সমালোচনা

উল্লেখযোগ্য ছড়া সংকলন গ্রন্থ

বিধান সাহা

একশত ছড়াকারের বৃহদায়তনের ছড়া সংকলন গ্রন্থ আবৃত্তির সেরা ছড়া। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন ধনঞ্জয় সিংহ। ১১ জনের সম্পাদকমণ্ডলী গ্রন্থে প্রকাশিত ছড়াগুলিকে সংকলিত করেছেন। কাজটি মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। তবু তাঁদের প্রয়াসে অবিচল থেকে কাজটি সম্পন্ন করে পাঠকের হাতে গ্রন্থটি তুলে দিয়েছেন।

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন অংশে ছোটদের ছড়ার আলোচনার পাশাপাশি এই ধরণের সংকলন করার মনোভাবটিও প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিষয়ও উঠে এসেছে। প্রকাশকের নিবেদন অংশে প্রকাশক কাঞ্চন সিংহ গ্রন্থটির প্রকাশ বিষয়ে কয়েকটি কথা বলেছেন।

ছড়ার সংকলন গ্রন্থ হলেও ছড়া বিষয়ে তিনটি

গদ্য রচনা স্থান পেয়েছে। যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সম্পাদকের লেখা প্রসঙ্গঃ আবৃত্তি নিবন্ধটি ছোট হলেও পাঠকের মনকে স্পর্শ করে। ছড়ার সাতকাহন শুনিয়েছেন শিবাশিষ গোস্বামী। তথ্যপূর্ণ নিবন্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। এছাড়া অঙ্কিতা কর্মকারের ছড়ার ইতিবৃত্ত নিবন্ধটি তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে পরিবেশিত হয়েছে।

আলোকচিত্র সহ ছড়াকারদের নাতি দীর্ঘ পরিচিতি সংকলনের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তবে আলোকচিত্রগুলি আরও স্পষ্ট হতে পারতো। পরিবেশিত ছড়াগুলি ছড়াকারদের প্রতিনিধিত্ব করে তাঁদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে সহায়ক হয়ে উঠেছে।

প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়। কিন্তু প্রচ্ছদ শিল্পীর নাম ভেতরে পাওয়া গেল না। গ্রন্থের ছাপা ছবির মত ঝকঝকে। বোর্ড বাঁধাই অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সংগ্রহযোগ্য এরকম একটি সংকলন গ্রন্থের জন্য সম্পাদকমণ্ডলীকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

* আবৃত্তির সেরা ছড়া –সম্পাদক: ধনঞ্জয় সিংহ, প্রকাশক: শ্রীমতী কাঞ্চন সিংহ, তেলিপাড়া,চাতরা, হুগলি –৭১২২০৪., মূল্য –৩৫০ টাকা মাত্র।

ফলতার গ্রামে নতুন যোগচর্চা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতার উত্তর চালুয়াড়ীতে গ্রামে দ্বিতীয় যোগকেন্দ্রের পথ চলা শুরু হল।উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও নেতাজী সাধক তথা আলিপুর বার্তার সম্পাদক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী। প্রায় আড়াই ঘণ্টার অনুষ্ঠানে মূল বিষয় যোগানৃত্য ও যোগা প্রদর্শনী হলেও যোগচর্চার কার্যকারিতা বিষয়ক আলোচনা, দেবদেবীর স্তোত্র, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ইত্যাদি ছিল আয়োজনের অঙ্গ। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন নমিতা মণ্ডল। সভানেত্রীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমবেত জাতীয় সংগীতে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। বিগত শতাব্দীতে পারিবারিক প্রয়োজন ছাড়াও মূলতঃ জনহিতার্থে গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবী রাধামাধব মণ্ডল নির্মিত বৈঠকখানা গৃহে নতুন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের যোগশিক্ষা দেওয়া হবে।

ফাল্গুনের অপরাহ্নে মঙ্গলশঙ্খধ্বনি, চন্দনতিলক ও উত্তরীয় দিয়ে অতিথি বরণের পর শিল্পী অনুসূয়া মণ্ডল ও পৌষালী সাহা রায়ের দ্বৈতকণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীত বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারও অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনের পরিবেশে নতুন মাত্রা আনে। এই কর্মকাণ্ড যার বহুদিনের স্বপ্ন সেই শিক্ষক স্বপনকুমার মণ্ডল তার স্বাগত ভাষণে যোগাভ্যাসের তাৎপর্য ও উপকারিতা ব্যাখ্যা করে বলেন, 'আমরা দিনে মাত্র আধ ঘণ্টা করে সময় দিলেই বিভিন্ন রোগ থেকে দূরে থাকব এবং অকারণ ওষুধ–নির্ভরতাও কমবে।' প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেলে এখানে যোগশিক্ষার সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি।

ডঃ চৌধুরী স্বাধীনতাযুদ্ধে গোবিন্দ আশ্রম সহ চালুয়াড়ীর ভূমিপুত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী কাশীনাথ দাস ও প্রবোধ চন্দ্র পাড়িয়ালের অবদানের কথা স্মরণ করেন। যোগচর্চা প্রসঙ্গে দেবদেবীর বিভিন্ন মুদ্রা থেকে শুরু করে ভারতভূমির দীর্ঘ পরম্পরার যোগসূত্রের ওপর আলোকপাত করেন তিনি।

মহা ধুমধামে পালিত হল শিবরাত্রি

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে মন্দিরে মন্দিরে ভক্তদের লম্বা লাইন লক্ষ করা যায়। শিবের পুজো ও শিবের মাথায় জল, দুধ, মধু, ঘি, সিদ্ধি, আকন্দ ফুল, ধুতরা ফুল ও ফল, বেলপাতা ও বেল সহ নানান পুজোর উপাচার সহযোগে শিবের আরাধনা করে অগনিত ভক্ত। কোথাও আবার গঙ্গা থেকে বাঁকে করে জল নিয়ে শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য বিভিন্ন মন্দিরে ভক্তরা ভিড় করে। এই দিনটি হিন্দু ধর্মের এক পবিত্র দিন হিসেবে ধরা হয়। হুগলির তারকেশ্বর থেকে শুরু করে শহর ও গ্রামের সমস্ত শিব মন্দির সুন্দর ভাবে সেজে ওঠে।

অঙ্কন প্রতিযোগীতায় জয়নগরের তিনটি সোনা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : সর্বভারতীয় অঙ্কন রত্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে সারাদেশের মধ্যে নজির সৃষ্টি করলো জয়নগর। সম্প্রতি উওর ২৪ পরগণার নৈহাটির ঐকতান মঞ্চে সর্বভারতীয় মেধা অঙ্কন রত্ন প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরের অক্ষয় আর্ট এন্ড কালচার সংস্থা থেকে অঙ্কন প্রশিক্ষক অক্ষয় ঘোষের ১০০ জন প্রতিযোগিরা এই অঙ্কন রত্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। যার মধ্যে ২১ জন বিভিন্ন স্তরে পুরস্কৃত হয়। চ্যাম্পিয়ান জয়নগরের মেয়ে তৃষা মণ্ডল পায় ২৪ ক্যারেটের সোনার মূর্তি। দ্বিতীয় রুবিনী মুদিয়া পায় সোনার পদক, তৃতীয় জিনিয়া মোল্লাও পায় সোনার পদক। বাকি ১৮ জন

সফল প্রতিযোগীরা সবাই রুপোর পদক পায়। আর এই সম্মাণ শুধু জয়নগর নয় সারাদেশের কাছে গর্বের। এই সম্মান পেয়ে খুশি কৃতি প্রতিযোগীরা। এ ব্যাপারে এই কৃতিদের অঙ্কন প্রশিক্ষক অক্ষয় ঘোষ বলেন, 'এত বড় সম্মান পেয়ে আমরা গর্বিত। আগামীদিনে আরও ছাত্রছাত্রীরা এই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এগিয়ে আসবে। আজ ওদের জন্য জয়নগর আবার সারাদেশের কাছে নিজের নাম অক্ষন্ন রাখতে পারল।'

(অণুদর্শী–র নবতম প্রযোজনা)
অনুদর্শী
গন্ধরাজ
(দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ)
গল্প – ওঙ্কারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাটক – নটরাজ দাশ
সম্পাদনা ও নির্দেশনা – সুমনা চক্রবর্তী
–: চলতি প্রযোজনা :–
(সাফোকেশান, এক নারী কাদম্বরী, কৃষ্ণকলি, আহত অম্বা, বড়ো একা লাগে, ভ্রম, মনদাম্পত্য)
কল শো জন্য যোগাযোগ : 9433310091/9163156992
ই–মেল ঃ behelaanudarshee2@gmail.com

প্রকাশিত

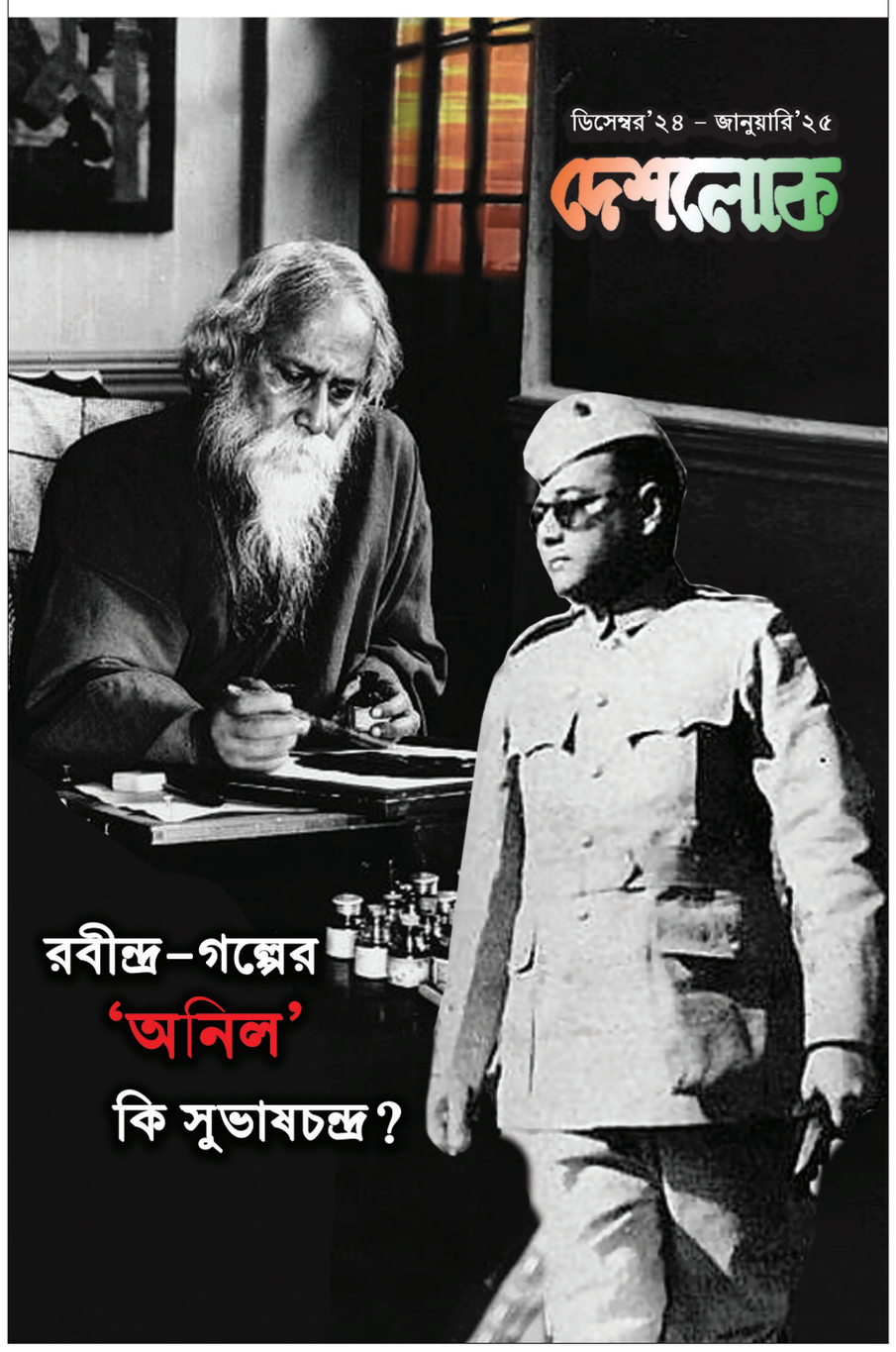

আতশ কাচে

ভারতসেরা

আবার ভারতসেরা মোহনবাগান। টানা দু'বার। ওড়িশাকে ঘরের মাঠে হারিয়ে বসন্তের হাওয়া বইয়ে দিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। শেষলগ্নে তাঁর গোলেই ১-০ গোলে ওড়িশা বধ করল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ৯২ মিনিটে দুরন্ত গোল করলেন অজি তারকা পেত্রাতোস। ২২ ম্যাচে ৫২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। ধরে থাকল লিগ শিল্ড। খেলা শেষের বাঁশি বাজতেই যুবভারতীর মোহনবাগান সমর্থকরা ভেসে যান বাঁধনহারা আনন্দে। আর উচ্ছ্বাসে ভাসে সবুজ মেরুন ফুটবলাররা। এই সঙ্গে আগামী মরসুমে ফের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র জন্য যোগ্যতা অর্জন করে ফেলল মোলিনা ব্রিগেড।

পাক বধ

মরু শহরে বিরাট ঝড়ে উড়ে গেল পাকিস্তান। রোহিতরা বাংলাদেশের পর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল সেমিফাইনাল। পাকিস্তানের ২৪১ রানের জবাবে ৪৫ বল হাতে থাকতেই বিরাট কোহলি নিশ্চিত করে ফেলে টিম ইন্ডিয়ার জয়। কোহলি অনবদ্য সেঞ্চুরি করে ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। সহজ টার্গেট পেয়ে শুভমন ও রোহিত শুরুটা ভালই করেন। রোহিত ফেরেন ২০ রানে। শুভমন ৪৬ রানে ফেরেন। এরপর শ্রেয়স আইয়ার ফেরেন ৫৬ রানের ইনিংস খেলে। হার্দিক ৬ রানে ফিরলে অক্ষরকে নিয়ে নিজের সেঞ্চুরির পাশাপাশি জয়ও নিশ্চিত করে সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন কোহলি। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সবথেকে সফল কুলদীপ যাদব।

রেকর্ড জয়

ইংল্যান্ডের রেকর্ড স্থায়ী হল না চার ঘণ্টাও। অস্ট্রেলিয়ার দাপটে আবার নতুন করে লেখা হল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাস। লাহারে আগে ব্যাট করে ৮ উইকেটে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সর্বোচ্চ ৩৫১ রান করে ইংল্যান্ড, ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যান বেন ডাকেটও (১৬৫ রান) গড়েন সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংসের রেকর্ড। ডাকেটের রেকর্ড অক্ষুণ্ণ থাকলেও ১৫ বল বাকি থাকতে অস্ট্রেলিয়া ৫ উইকেটে জিতে যাওয়ায় ভেঙে গেল ব্রিটিশদের রেকর্ড। অস্ট্রেলিয়া তুলল ৩৫৬ রান। জশ ইংলিস ৮৬ বলে ১২০ রান করে ইংল্যান্ডের হার নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন। স্রেফ ৭৭ বলে ইংলিশ করেন সেঞ্চুরি। যা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যৌথভাবে দ্রুততম। ডাকেটের সামনে তিনিই পান ম্যাচ-সেরা স্বীকৃতি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তো বটেই, নিজেদের ওয়ানডে ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড এটা অস্ট্রেলিয়ার। আইসিসির যেকোনও ৫০ ওভারের টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান তাড়ায় জয় এটাই। ২০২৩ বিশ্বকাপে হায়দরাবাদে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাকিস্তানের ৩৪৫ রানের লক্ষ্য তাড়ায় জয় ছিল আগের রেকর্ড।

গুরুদক্ষিণা

তাঁর হাতেই তৈরি বিরাট কোহলি। তাঁরজন্যই কোহলি আজ 'বিরাট'। সময় অনেক কিছু বদলে দেয়। কোহলি ভোলেননি তাঁর গুরুকে। ঠিকই দিলেন গুরুদক্ষিণা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি ও ম্যাচ জেতানোর পরই ব্যাট আর আরেক হাত দোলাতে দোলাতে স্ট্যান্ডের দিকে বার্তা ছুড়ে দেন কোহলি। যা সমাজ মাধ্যমে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে 'কাম ডাউন সেলিব্রেশন' নামে। কিন্তু কার উদ্দেশ্যে ছিল বার্তা? কারণ, স্ট্যান্ডে ছিলেন না যে অনুষ্কা শর্মা! কোহলির ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মা পরে জানান, তাঁর জন্যই শিষ্যের এই বার্তা। তিনি বলেন, 'দুবাই উড়ে আসা, টিকিটের ব্যবস্থা এমনকী যে হোটেলে আছেন সেখানে থাকার আয়োজন করেছেন কোহলি'।

প্রয়াত ক্রীড়াগুরু ভারতী ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রীড়া জগতে নক্ষত্রপতন। প্রয়াত প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক ভারতী ঘোষ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। বেশ কয়েক মাস ধরে তিনি বার্ধ্যক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। ক্রীড়াজগৎ থেকে রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধি, সকলেই তাঁর চিকিৎসার সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন। গত ২০ ফেব্রুয়ারি ভারতী ঘোষের অসুস্থতার খবর শুনে তাঁর বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তাঁর হস্তক্ষেপেই ভারতী ঘোষকে শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সোমবার সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ক্রীড়ামহলে। রাজ্য সরকারের তরফে ২০১৯ সালে বঙ্গরত্ন এবং ২০২১ সালে ক্রীড়া দপ্তরের তরফে ভারতী ঘোষকে 'ক্রীড়াগুরু'সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল। প্রশিক্ষকের ডিগ্রি না থাকলেও ভারতী ঘোষ শুধু উত্তরের নন, রাজ্যের অন্যতম সেরা টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত আরেক টেবিল টেনিস তারকা মান্তু ঘোষ জানান, 'ভারতীদির প্রয়াণ ক্রীড়াজগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর প্রশিক্ষণে অনেক টেবিল টেনিস খেলোয়াড় তারকা হিসেবে উঠে এসেছেন।' অন্যদিকে মেয়র গৌতম দেব জানান, 'খুব খারাপ লাগছে। তাঁকে সুস্থ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বার্ধক্যজনিত অনেক সমস্যা ছিল। ক্রীড়াগুরু ও বঙ্গরত্ন সম্মান পেয়েছিলেন তিনি।'

বিদেশে 'মাড় ভাতের দম' দেখাল জঙ্গলমহলের মেয়ে

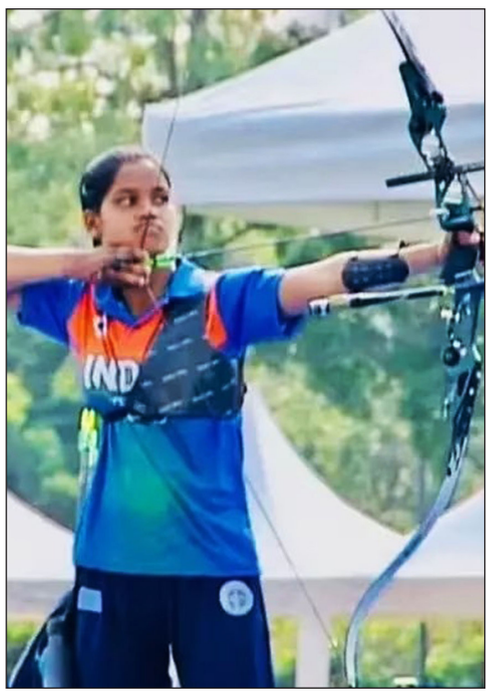

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে জঙ্গলমহলের নাম উজ্জ্বল করলো, পুরুলিয়ার বাসন্তী মাহাতো! স্বপ্ন পূরণের আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বাসন্তী। গোটা থাইল্যান্ডের ব্যাংকক দেখল মাড় ভাতের দম। ২০২৫ এশিয়া কাপ আর্চারি টুর্নামেন্টে ভারতের হয়ে মহিলাদের রিকভার ইভেন্টে সোনার পদক জিতেছে পুরুলিয়ার ভূমিকন্যা বাসন্তী মাহাতো। চাইনিজ তাইপের ফং ইউ ঝু-র থেকে ৪-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েও ৬-৪ ব্যবধানে তাকে হারিয়ে সোনা জিতে নেন জঙ্গলমহলের ওই কন্যা। সেই সঙ্গে টিম ইভেন্টেও রুপো পান তিনি। পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাসন্তী আমাদেরকেও গর্বিত করেছে। ওর সাফল্য অন্যদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে। পুরুলিয়া জেলা পুলিশের তরফে আমরা ওই তরুণীকে সম্বর্ধনা জানাবো।' তবে এই কাজটা সহজ ছিল না। এর জন্য কম কাঠ খড় পোড়াতে হয়নি বনমহলের ওই কন্যাকে। ঘরে যে ছিল অভাব। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর সংসার। কৃষক পরিবারের ওই মেয়ের খেলাধুলোর জন্য প্রশিক্ষণ নেওয়া ছিল কার্যত বিলাসিতা। তাই দুই মেয়ে, এক ছেলেকে নিয়ে বাবা শান্তিরাম, মা লক্ষ্মীরানী গতানুগতিক পড়াশুনোতে সাহায্য করে গেলেও খেলাধুলোর জন্য আলাদা করে কোনও কিছু ভাবেননি। কিন্তু ২০১৮ সালে পুরুলিয়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে বরাবাজার থানার তিরন্দাজি অ্যাকাডেমি 'লক্ষ্য' ওই ১৩ বছরের কিশোরী বাসন্তীর জীবনের মোড় যেন ঘুরিয়ে দেয়। বিনাখরচে ধনুক নিয়ে তিনি শিখতে থাকেন তিরন্দাজি। ফি দিন ৫ কিলোমিটার পথ ভেঙে অ্যাকাডেমিতে শিখতে আসতেন। লক্ষ্য, একাগ্রতা আর অধ্যবসায়ে তার একের পর এক 'লক্ষ্য'ভেদ। জেলা থেকে রাজ্য হয়ে জাতীয় স্তরের ঝুলিতে আসতে থাকে একের পর এক ব্রোঞ্জ, রুপো। আর ঠিক তখনই তার ওপর নজর পড়ে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার। ২০১৯ সালে সাই-এর সল্টলেক ক্যাম্পাসে উন্নত মানের প্রশিক্ষণ পেতে থাকেন তিনি। সেখানে প্রশিক্ষণ নিয়েই একেবারে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯ বছরের এই তরুণী লেখাপড়াও সমানতালে চালিয়ে যাচ্ছেন। গত বছর ১৮টি দেশের অ্যাথলিটদের নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় এশিয়া কাপ প্রতিযোগিতা হয়। সেখানে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে দলগতভাবে তিরন্দাজিতে ব্রোঞ্জ পান। ওই বছরই চিনে আয়োজিত এশিয়ান ইয়ুথ আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতাতেও দুটি রুপোর পদক ছিনিয়ে নেন বাসন্তী। থাইল্যান্ডের ব্যাংকক থেকে তিনি জানান, 'এটা মাড় ভাতের দম। ভীষণ ভালো লাগছে। তবে আরও অনেক স্বপ্ন রয়েছে।' গত বছর ১৮-টি দেশের খেলোয়াড়দের নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় এশিয়া কাপ প্রতিযোগিতা হয়। সেখানে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে দলগতভাবে তীরন্দাজিতে ব্রোঞ্জ পদক জেতে বাসন্তী। ওই বছরই চিনে আয়োজিত এশিয়ান ইউথ আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় দু'টি রুপোর পদকও জয় করে সে। এবার এশিয়া কাপে স্বর্ণপদক গর্বিত করল সারা পুরুলিয়াকে। শনিবার ভারতীয় আর্চাররা ২০২৫ এশিয়া কাপ আর্চারি টুর্নামেন্টে মোট আটটি পদক জেতেন। তার মধ্যে পাঁচটি সোনা, দুটি রূপা এবং একটি ব্রোঞ্জ জিতেছেন প্রতিযোগীরা।

ম্যারাথনে রঙিন হয়ে উঠল অযোধ্যা পাহাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাহাড়, জঙ্গল, রাত আর ম্যারাথন। রঙিন অযোধ্যা পাহাড়। পুরুলিয়ার বনমহল অযোধ্যা পাহাড়কে এই রূপেই দেখল বাংলা। রাজ্যে যে এই প্রথম নাইট ম্যারাথন। তাও আবার পাহাড়ে। আর এমন অ্যাডভেঞ্চারের প্রচারে যে শামিল হয়েছিল টলিউড। সেইসঙ্গে খেলোয়াড়, ক্রীড়াবিদ থেকে রাজ্যের পুলিশ কর্তারা। আর তাই জেনারেল ও মহিলা ক্যাটাগরি মিলিয়ে পাহাড়ি পথে দৌড়লেন জঙ্গলমহল, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা, কলকাতা ও ভিনরাজ্য মিলিয়ে হাজারের বেশি প্রতিযোগী। যেখানে সাধারণ তরুণ-তরুণী থেকে অ্যাথলিট, পুলিশ কর্তারা। দৌড়লেন স্বয়ং এডিজি (পশ্চিমাঞ্চল) অশোককুমার প্রসাদ, এডিজি (এসটিএফ)বিনীত গোয়েল। হাজির ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট সুনীল চৌধুরী, আইজি (বাঁকুড়া) সিসরাম ঝাঝোরিয়া-সহ জঙ্গলমহলের জেলাগুলির পুলিশ সুপাররা। জেনারেল ক্যাটাগরিতে প্রথম উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরের বিকাশ প্যাটেল। মেয়েদের মধ্যে প্রথম উত্তর ২৪ পরগনার মসলন্দপুরের শম্পা গায়েন। পাহাড়-জঙ্গলের বুক চিরে যে ঝলমলে আলো। সেই সঙ্গে ঘন জঙ্গলে আলো-আঁধারি পথে ক্যাম্প ফায়ার। আর তার পাশেই ধামসা-মাদল। সেই সঙ্গে লোকশিল্প ছৌ, নাটুয়া, পাতা নাচ, ঝুমুর আর বাউল। সবে মিলিয়ে প্রায় ৪০০ জন লোকশিল্পী। ওয়ার্ম আপের আগে জুম্বা ড্যান্স সেইসঙ্গে যোগা। আর ঠাসা পর্যটক সহ জঙ্গলমহল, কলকাতা ও মুম্বইয়ের গায়ক-গায়িকারা। এমন জমকালো ছবি এর আগে দেখেনি অযোধ্যা পাহাড়। সৌজন্যে পুরুলিয়া জেলা পুলিশের টিম ওয়ার্ক। আর তাতে শামিল অযোধ্যা পাহাড়ের পর্যটন সংস্থা থেকে আদিবাসী-মূলবাসীর মানুষজন। তাই এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে আধুনিকতার মিশেলে ছিল ধরতি আবা ভগবান বিরসা মুন্ডাকে স্মরণ করে আদিবাসী ঐতিহ্য, পরম্পরাও। তাই মূল সঞ্চালকের সঙ্গে ছিলেন শিবরাম কিসকু ও বিকাশ মাহাতো।

টুকরো

মাঠে সৌজন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলাদেশ, পাকিস্তান। দুই প্রতিবেশী দেশ ভারতের। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীও। কিন্তু খেলার মাঠ যে শেখায় সৌজন্যতা, ক্রিকেট যে দেখায় স্পোর্টিং স্পিরিট! ঠিক তেমনই ছবি দেখা গেল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পরপর দুই ম্যাচে। দুবাইতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন ব্যাটার জাকের আলির জুতোর ফিতে বেঁধে দেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

পাকিস্তান ম্যাচেও পাক ইনিংস চলাকালীন দেখা নাসিম শাহর জুতোর ফিতে বেঁধে দিতে দেখা গেল বিরাট কোহলিকে। না এখানে কোনও বিদ্বেষ নেই, বৈরিতা নেই।

এটাই খেলার প্রতি সম্মান ও সৌহার্দ্যের প্রতীক। ম্যাচ জয়ের পাশাপাশি যা মন কেড়ে নিয়েছে নেটিজেনদের।

জাতীয় গেমসে ৩টি সোনা জিতেও বিশ্বকাপে ব্রাত্য প্রণতি

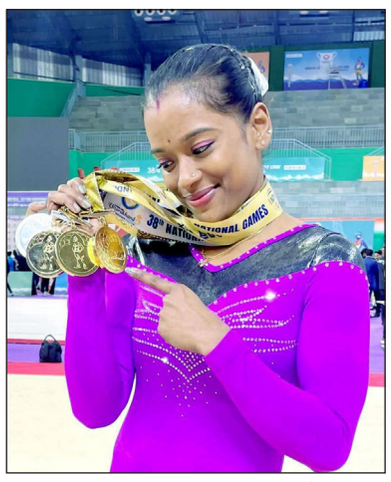

নিজস্ব প্রতিনিধি: জাতীয় গেমসের আসরে জিমন্যাস্টিক্সে উজ্জ্বল পারফরম্যান্স বাংলার। সেই উজ্বল পারফরম্যান্সের প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন জয়নগরের মেয়ে প্রণতি দাস। মোট ৪টি পদক এসেছিল তাঁর থেকে। এর মধ্যে ৩টি সোনা। দলগত বিভাগে সোনাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফ্লোর এক্সারসাইজ এবং আনইভেন বারস ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন প্রণতি। অলরাউন্ড বিভাগে ওড়িশার প্রণতি নায়েকের কাছে হেরে রুপো পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সোনাজয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন বাংলার প্রণতি। জাতীয় গেমসে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে বিশ্বকাপের দলে সুযোগে আশা করেছিলেন। কিন্তু মার্চে বাকুতে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপে নাম নেই প্রণতি দাসের। যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রণতি স্বয়ং। ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রণতি বলেন, 'বাংলার হয়ে ৩টি সোনা এবং ১টি রুপো আনার পরেও বিশ্বকাপে নাম নেই, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। বাকুতে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের জন্য জাতীয় গেমসও একটা মাপকাঠি ছিল। প্রতিষ্ঠা সামন্ত এবং ঋতু দাস সুযোগ পেলে আমার না-পাওয়ার কোনও কারণ অন্তত খুঁজে পাচ্ছি না।' প্রণতির দাবি, ঋতু জাতীয় গেমসে ফ্লোর এক্সারসাইজে না-নামলেও সে বিশ্বকাপে ওই ইভেন্টের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। অথচ সোনা জিতেও নাম আসেনি তাঁর। ঋতু দাস এবং প্রতিষ্ঠা সামন্তর বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়ার বিষয়টি মৌখিকভাবে জানা গিয়েছে। রাজ্য জিমন্যাস্ট সংস্থার এক কর্তা জানান, ইতিমধ্যে তিনি জিমন্যাস্টিক্স ফেডারেশনের সঙ্গে আলোচনা সেরেছেন। খুব শীঘ্রই সেই সমস্যার সমাধান হবে বলে দাবি তাঁর।

জার্মানিতে ভিসা সমস্যার কারণে যেতে পারেননি বাংলার দুই মেয়ে প্রতিষ্ঠা এবং ঋতু। দু'জনেই পদক জিতে হতাশা মেটাতে চান বাকুতে। প্রতিষ্ঠা বলছেন, 'আমরা অনেক কষ্ট করে অনুশীলন করি। বাকুতে নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চাই। প্রথম আটে যোগ্যতাঅর্জন করাই প্রাথমিক লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যপূরণ হলে পদকের দিকে মন দেব।' ঋতু বলেন, 'জার্মানির কথা এখন অতীত। বিশ্বকাপই পাখির চোখ। আশা করি পদক জিতে যোগ্য জবাব দিতে পারব।' এই পরিস্থিতিতে প্রণতির নাম বিবেচিত হলে খুশির খবর হবে বাংলার জিমন্যাস্ট মহলে। কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের উদ্যোগে সংবর্ধিত করা হল জাতীয় গেমসে পদকজয়ীদের। উপস্থিত ছিলেন বাংলার বিভিন্ন ক্রীড়া প্রশাসকরাও। ছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, সহসভাপতি অমলেন্দু বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী। আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত, সহসভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। জাতীয় গেমসে পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের উত্তরীয় এবং স্মারক দিয়ে সংবর্ধিত করা হল। বিশেষ সম্মানিত করা হয় জাতীয় গেমসে বাংলার শেফ দ্য মিশন ছিলেন বিশ্বরূপ দের হাতে।

মোহনবাগানের নির্বাচনে দু'পক্ষের লড়াই নিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোহনবাগানের নির্বাচনের দামামা বেজে গেল। তবে নির্বাচনের তারিখ জানানো হয়নি। নির্বাচনের পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া জানতে আইনজীবী কিশোর দত্তের দ্বারস্থ হবে মোহনবাগান ক্লাব। মোহনবাগানের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে পাঁচ সদস্যের নির্বাচনী বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বসু। নির্বাচনী প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করার দাবি তোলেন তিনি।

সোসাইটি অ্যাক্ট না ক্লাবের নিয়ম মেনে নির্বাচন হবে, সেটা জানতেই অ্যাডভোকেট জেনারেলের দ্বারস্থ হবে ক্লাব।অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম রায়ের নেতৃত্বে বোর্ড গঠন হয়েছে। কিন্তু বাকি ৪জনের নাম ঘোষণা করা হয়নি। নির্বাচনের জন্য তৈরি ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্ত। তিনি জানান, নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন হবে। ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নোটিস দেওয়া হবে। যাতে অন্যান্য সদস্যরাও মতামত জানাতে পারে। এদিনের বৈঠকে সন্তুষ্ট সৃঞ্জয় বসু। নির্বাচন নিয়ে নিজের মতামত তিনি জানিয়েছেন।

নির্বাচনের পদ্ধতি নির্দিষ্ট হয়ে গেলেই পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। ২০২১ সালে মোহনবাগান ক্লাবকে সোসাইটি অ্যাক্টে আনা হয়। সেই নিয়ম অনুযায়ী তিন বছরের মেয়াদের পর আর ক্ষমতায় থাকতে পারবে না শাসক গোষ্ঠী। কিন্তু ক্লাবের পুরোনো নিয়ম অনুযায়ী, মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার ৬মাস পর্যন্ত থাকতে পারে বর্তমান কমিটি। এবার কোন নিয়মে নির্বাচন হবে সেটা জানতেই অ্যাডভোকেট জেনারেলের দ্বারস্থ হবে ক্লাব।

জেলায় জেলায় টক্কর

বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : প্রশাসন সামলানোর পাশাপাশি মাঠে ক্রিকেট খেলতে দেখা গেল খোদ বিডিও, বিধায়ক ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সহ বিডিওর একাধিক কর্মীদের। ১৪ ফেব্রুয়ারি নিমপীঠ বিবেকানন্দ ময়দানে জয়নগর ২ নং বিডিও ও জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে আমন্ত্রণ মূলক ১০ ওভারের ক্রিকেট খেলা হল। উদ্বোধন করেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করেন জয়নগর২ নং বিডিও মনোজিত বসু সহ তাঁর কর্মীরা। ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৩ রান করেন বিডিও তাঁর কর্মীরা। সেই রানকে চ্যালেঞ্জ করে মাঠে নেমে পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও তাঁর সদস্যরা ১১১ রানে আউট হয়ে যান। এবং এদিনের খেলার বিজয়ী হয় জয়নগর ২ নং বিডিও ও রানার্স হয় জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি। উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াংকা মণ্ডল, ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রীনা মণ্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন পঞ্চায়েত সমিতির ৪ কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখ, কর্নকান্তি হালদার, ওয়াইদ মোল্লা ও সুব্রত মণ্ডল এই খেলায় অংশ নেন। খেলা দেখতে বহু দর্শক সমাগম ছিল মাঠে।

জমজমাট ফুটবল খেলায় মাতল হামিদপুর

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: অসংখ্য মানুষের উৎসাহে পরিপূর্ণ জমজমাট ফুটবল খেলায় মেতে উঠেছিল হামিদপুর গ্রাম। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের পীলা পঞ্চায়েতের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম হামিদপুর। এখানে ৭দিন ব্যাপী ফুটবল খেলার আসর বসেছিল। হামিদপুর ওয়াইএমসি ক্লাবের পরিচালনায় আয়োজিত চতুর্থ বর্ষ নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টটি শুরু হয়েছিল ২৭ জানুয়ারি। সেদিন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন সহ একটি মার্চপাস্টের মাধ্যমে খেলার বর্ণাঢ্য উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান অলোক ঘোষ সহ অসংখ্য ক্রীড়ামোদী। এবারের খেলায় কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার। এদিন বর্ধমান একাদশ এবং দমদম ফুটবল আকাদেমির মধ্যে সংঘটিত ফাইনাল খেলাটি শুরু থেকেই টানটান উত্তেজনায় পরিপূর্ণ ছিল। রুদ্ধশ্বাস রণে যুযুধান দুপক্ষ কার্যত জান-প্রাণ লড়িয়ে দেয়। প্রতিটি মূহূর্তে একে অপরকে টপকে যাওয়ার চেষ্টা করে। অবশেষে টাইব্রেকারের মাধ্যমে টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করে বর্ধমান একাদশ। চ্যাম্পিয়ন দলকে একটি ট্রফি এবং ২০০০০ টাকা নগদ অর্থ সহ পুরস্কৃত করা হয়েছে। বিজিত দলকে ট্রফি এবং ১৫০০০ হাজার নগদ অর্থ সহ সম্মানিত করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রেও খেলোয়াড়দের হাতে বিশেষ কিছু পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এদিনের খেলায় উৎসাহ দানের জন্য মাঠে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। খেলার টানে ময়দানে ভিড় জমিয়েছিল গড়াগাছা, অগ্রদ্বীপ, বড়ডাঙা, পাটুলী, নতুনগ্রাম প্রভৃতি এলাকার অসংখ্য মানুষ। ওয়াইএমসি ক্লাবের অন্যতম প্রধান সিনিয়র সদস্য রিপন মল্লিক বলেন, 'সারাবছরই আমাদের ক্লাবের সদস্যরা বিভিন্ন খেলাধুলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। তবে, আমাদের মূল খেলাটাই হল ফুটবল এবং এই খেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর সকলের সহযোগিতায় বড়ো রকমের আয়োজন করা হয়।'

ইডেনে চিফ জাস্টিসদের ক্রিকেট ম্যাচ

মলয় সুর: শনিবার সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস একাদশ বনাম অ্যাডভোকেট একাদশের প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে চিফ জাস্টিসরা ২০ ওভারে ব্যাট করে দুই উইকেটে ১২২ রান তোলেন। তার জবাবে ৮ উইকেটে ১২৬ রান করে জয় ছিনিয়ে নেন অ্যাডভোকেটরা। এদিন খেলার শুরুতে মাঠে এসেছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি শিবজ্ঞানম, রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, মন্ত্রী অরূপ অরূপ রায়, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, অ্যাডভোকেট উজ্জ্বল চক্রবর্তী, জয়িতা চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট তরুণ চ্যাটার্জী প্রমুখরা।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com